ধন্য ধনঞ্জয়

শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ও তাঁর গাওয়া গানের তালিকা।

জীবনী

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বালী বারেন্দ্রপাড়ায় মামার বাড়ীতে জন্ম হয় সুরেন্দ্রনাথ ও অন্নপূর্ণা ভট্টাচার্যের অষ্টম সন্তান স্বনামধন্য গায়ক সুরকার ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের। হাওড়া জেলার আমতা অঞ্চলের পায়রাটুঙ্গির জমিদার পরিবারের সন্তান সুরেন্দ্রনাথ বি এন রেলওয়ের পদস্থ চাকুরে ছিলেন। তিনি বিভিন্ন কারণে গ্রাম ও জমিদারীর মায়া ত্যাগ করে বালী গ্রামে উঠে আসেন। বাড়ী করার জন্য বারেন্দ্রপাড়ার বাদামতলায় একটি জমিও কেনেন। ধনঞ্জয় যখন সাত বছরের তখন অকস্মাৎ সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। কণিষ্ঠ পুত্র পান্নালাল তখন সাত মাসের গর্ভে। বড় ছেলে লক্ষ্মীকান্ত তখন বি এন রেলওয়ের চাকরিতে ঢুকেছেন। ১১টি সন্তান নিয়ে জননী অন্নপূর্ণা সংসার গুছিয়ে আনার চেষ্টা আরম্ভ করতে না করতেই চার মাসের মাথায় লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যু ঘটে এবং বিধবা তাঁর শেষ সম্বলও হারান। সাহসে বুক বেঁধে অন্নপূর্ণা জীবনযুদ্ধে নামলেন। সেই থেকে তাঁর পাশে বালক ধনঞ্জয় ছায়ার মত মাকে অনুসরণ ও সাহায্য করেছেন। সুধাকণ্ঠী ব্যক্তিত্বসম্পন্না মায়ের ছাপ ধনঞ্জয়ের ব্যক্তিতে ভাবে ও স্বভাবে। গানের প্রতি তাঁর বা তাঁর ভায়েদের আকর্ষণ মায়ের প্রভাবে। দুই রত্ন ধনঞ্জয় পান্নালাল ও সুরকার প্রফুল্ল মায়ের অমূল্য ধন। মায়ের প্রতি অগাধ ভক্তিতে তিনি শৈশবে মায়ের সঙ্গে শুরু করে সারা জীবন ধরে একাদশীর উপবাস পালন করে গেছেন। ধনঞ্জয়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, পরহিতব্রত, লোভ সংবরণ, দুঃখ সুখে সমান নিরুদ্বেগ ও সুগভীর আধ্যাত্মিকতা এই সব গুণই মায়ের কাছে পাওয়া।

সহজাত সুর নিয়ে জন্মেছিলেন ধনঞ্জয়। শ্রুতিধর ছিলেন তিনি। একবার যা শুনতেন তা সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে তুলে নিতেন। গান, পশুপাখীর স্বর, জলের কলতান, প্রকৃতির অন্যান্য শব্দ সবই তিনি অনায়াসে রপ্ত করে নিতেন। লেখাপড়াতেও ছিলেন অসম্ভব মেধাবী। স্কুলে সব ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় হতেন। বালীর রিভার্স টম্পসন স্কুলে (বর্তমানে শান্তিরাম বিদ্যালয়) পড়ার সময় স্কুলের শিক্ষকদের আনুকূল্যে বেতন মকুব হয় ও সুধাংশু স্যার বই কিনে দিতেন। শিক্ষকরাই চাঁদা তুলে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি (তখনকার দিনে ১৫ টাকা) জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সবার মান রক্ষা করেন ধনঞ্জয়। সুধাংশু স্যারের গর্বের ছাত্রটি ইতিমধ্যে গানের জগতেও দু- চারটি পুরস্কার জয় করে স্যারের প্রীতি ও প্রশংসা দুইই অর্জন করেছেন। কিন্তু আর এগোতে পারেননি। অন্নচিন্তা বা সংসার প্রতিপালন করার চেষ্টায় চাকরির খোঁজে দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগলেন। টাইপ শিখতে রেমিংটনে ভর্তিও হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু হয়নি। হয়তো হলে আমরা শিল্পী ধনঞ্জয়কে পেতাম না।

বাড়ীতে গানের পরিবেশ ছিল। মা অন্নপূর্ণার সুর ও স্বরের কথা আগেই বলা হয়েছে। বাবা সুরেন্দ্রনাথও ভাল গাইতেন ও এস্রাজ বাজাতেন । এস্রাজ বাজাতেন দাদা লক্ষ্মীকান্তও। বাবা, দাদার বাজানো এস্রাজের সুরমূর্ছনা তন্ময় হয়ে শুনতেন বালক ধনঞ্জয়। সুরতরঙ্গে ভাসতে ভাসতে ভুলে যেতেন স্নানাহার, খেলাধূলা এমন কি লেখাপড়া। বড় সাধ হত একবার যন্ত্রটি হাতে নিতে, তারের উপর ছড় টেনে সুরের হিল্লোল তুলতে। কিন্তু শাসনের রক্তচক্ষু এড়িয়ে যন্ত্রটি হাতে পাওয়া সহজ ছিল না। পাঁচ বছর বয়সেই লুকিয়ে চুরিয়ে বাজাতে শিখলেন। বাজাতেন তন্ময় হয়ে, বাবা ও দাদার চোখ এড়িয়ে তাঁদের অনুপস্থিতিতে। একদিন দাদা দেখে ফেললেন, শেষ হল এস্রাজ পর্ব। কিন্তু গান তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আপনমনে গেয়ে চলে বালক ধনঞ্জয়। মাঝিদের ভাটিয়ালী গান, বাউল অথবা বোষ্টমের গান, কীর্তনের আসর থেকে তুলে নেওয়া পদ, যাত্রা, থিয়েটার, কথকতা, কবিদের গান, পাঁচালীর গান সবই নিখুত সুরে গাইতে পারতেন অতি অল্প বয়স থেকেই। তিনি বলতেন তাঁর গানের প্রথম গুরু এক ভিখারী, যিনি 'একবার বিদায় দে মা গানটি গাইতেন'। পরবর্তীকালে সিনেমায় এই গান গেয়ে ধনঞ্জয় খ্যাতি লাভ করেন।

বিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চার ফাঁকে গানের চর্চাও হত। টিফিনে অথবা দুই ক্লাসের মাঝখানের স্বল্প অবকাশে বন্ধুবান্ধবরা গান গাওয়ার অনুরোধ করলে তিনি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতেন। একদিন টিফিনে গান ধরেছিলেন,

“স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা” কাণাকেষ্টর সেই বিখ্যাত গান। গানের স্বর টিচার্স রুমেও পৌঁছে গেল। মাষ্টারমশাইদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ধনঞ্জয়ের গানের খ্যাতি। তাঁরা দুই একটি অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার সুযোগও করে দিয়েছিলেন। তখন বয়স দশ বছর।

ইতিমধ্যে এসে গেল বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠিত হবে উত্তরপাড়া রাজবাড়ীতে। মাষ্টারমশাইরা স্থির করলেন, ধনঞ্জয় গান গাইবে; কোরাস এবং একক দুইই থাকবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হবেন অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রকে গান শোনানোর সুযোগ পাচ্ছেন ভেবে রোমাঞ্চিত ধনঞ্জয়, বিপুল উৎসাহে রিহার্সেল করে তৈরী হলেন। গাইলেন ‘পাগলা মনটারে তুই বাঁধ’ আর “ভাই এর দোরে ভাই কেঁদে যায়”। শ্রোতাদের প্রবল হাততালির শব্দ শেষ হওয়ার পরই মঞ্চে উপস্থিত শরৎচন্দ্র, নিজে আসন ছেড়ে উঠে এসে আশীর্বাদ করলেন বালক ধনঞ্জয়কে। পুরষ্কার স্বরূপ তুলে দিলেন একটি পাঁচ টাকার নোট। সারা জীবন ধরে পাওয়া অসংখ্য পুরষ্কার ও রাশি রাশি টাকার অভিজ্ঞতার পরও এই পাঁচ টাকার নোটটিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার মনে করতেন স্বর্গত শিল্পী। শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর ভক্তি বালক বয়স থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত অটুট ছিল।

উত্তরপাড়া রাজবাড়ীর পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গান শুনে সুধাংশু স্যার বুঝলেন তাঁর ছাত্রটির প্রতিভার বিকাশের জন্য কোন শিক্ষকের কাছে গান শেখানো দরকার। তিনি বালক ধনঞ্জয়কে বললেন, ‘তুমি গান শিখবে?’ ধনঞ্জয় সাগ্রহে জানলেন, শিখতে চান; তবে মায়ের অনুমতি নিতে হবে। সুধাংশু স্যার স্বয়ং বাড়ীতে এসে মায়ের অনুমতি নিলেন। মা সাগ্রহে অনুমতি দিলেন। সঙ্গীত শিক্ষার পর্ব আরম্ভ হল। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর সুধাংশু স্যার সাইকেলে চাপিয়ে ছাত্রকে নিয়ে যেতেন উত্তরপাড়ায় গান শেখাতে। শেখা শেষ হলে পৌঁছে দিতেন বাড়ীতে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কোন সময়ই বন্ধ থাকত না গান শেখা। দুঃখের কথা তাঁর জীবনীকার নিতাই মুখোপাধ্যায় বা তাঁর পরিবারের কেউ এই সঙ্গীত শিক্ষকের নাম করেন নি। এই শিক্ষক ছিলেন গোকুল নাগ। মণিলাল নাগের পিতৃদেব। ছাত্রকে গান শেখানোর ব্যাপারে সুধাংশু স্যারের উৎসাহ ছিল অসীম। পরবর্তীকালে নাম, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তির শীর্ষে পৌছেও ধনঞ্জয় সর্বদা স্মরণ করেছেন সুধাংশু স্যারের কথা।

ধনঞ্জয় প্রখ্যাত সেতার বাদক গোকুল নাগের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা নিতে আরম্ভ করার কিছুদিন পরই গোকুলবাবু বাইরে চলে যান এবং বালক ধনঞ্জয়কে বিষ্ণুপুর ঘরাণার অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবার কছে শিক্ষার জন্য দিয়ে যান। কিন্তু বালক ধনঞ্জয়কে অত্যন্ত অল্প বয়সী বলে তিনি শেখাতে অস্বীকার করেন। আরও পরে তিনি যশস্বী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী সত্যেন ঘোষালের কাছে পাঁচ বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কিন্তু মূলত দারিদ্র্যের কারণেই তাঁর জীবনের সঙ্কল্প ‘শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সাধনা’ বাস্তবে পরিণত হল না। যদিও তাঁর সহজাত প্রতিভা ও স্বল্পকালীন শিক্ষার ফলে তাঁর ভিত্তিটি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এই স্বপ্নভঙ্গের অভিমানে ধনঞ্জয় সারজীবন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে যাননি। যদিও বড় বড় ওস্তাদরা কলিকাতায় এলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করা, সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা, ইত্যাদি করে যেতেন। বড়ে গোলাম আলির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। একবার বড়ে গোলাম আলির গান শুনে মনে হয়েছিল দেবাদিদেব মহাদেব গাইছেন। তিনি এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে তাঁকে সেই অসহ্য সুন্দর সুরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁকে আসর ত্যাগ করতে হয়।

অথচ ধনঞ্জয়ের গায়কী মূলত রাগাশ্রয়ী ও ভক্তিভাবাপন্ন। রাগের প্রভাব তাঁর অজস্র রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সেই কালজয়ী সৃষ্টি ঢুলী ছবির চন্দ্রকোষ রাগ আধারিত ‘ত্রিনয়নী দুর্গা’ তাঁর সঙ্গীতবৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক। সলিল চৌধুরীর সুরে ‘ঝনানা ঝনানা বাজে, সুরবাহারে রসভৃঙ্গারে’ বা অনিল ভট্টাচার্যের কথায় ও নির্মলে ভট্টাচার্যের সুরে ‘রুম ঝুম ঝুম বাদল ঝরে’র মত আশ্চর্য রাগাশ্রয়ী গান অথবা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ও রতু মুখোপাধ্যায়ের সুরে ‘চামেলী মেলো না আঁখি’ শিল্পীর সাবলীল পরিশিলীত গায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রতিভা ছাড়াও সাধনা ছাড়া কেউ এই স্তরে পৌঁছাতে পারে না।

প্রবেশিকা পাসের পর, চাকরী খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে গান বাজনাকে আশ্রয় করে কিছু আয় করার চেষ্টা চলতে থাকে। আর ছিল শিল্পীর সেই স্বাভাবিক প্রবণতা, যা সব শিল্পীকেই রসজ্ঞ শ্রোতার সন্ধানে নিয়োজিত করে। আরও অধিক সংখ্যায় শ্রোতাদের কাছে নিজের সৃষ্টি পৌঁছে দিতে আগ্রহী সব শিল্পীই। আর রেকর্ড ও রেডিও ছিল সর্বাপেক্ষা আদৃত ও বহুল প্রচারিত মাধ্যম। আত্মপ্রকাশের এই চিরন্তন ব্যাকুলতা থেকেই তরুণ ধনঞ্জয় একদিন হাজির হলেন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে। অনেক চেষ্টায় পেলেন অডিশনের সুযোগ। অডিশনের দায়িত্বে ছিলেন সে যুগে প্রখ্যাত গায়ক-নায়ক কুন্দনলাল সায়গল। গান শুনে সায়গল সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন, ধনঞ্জয়ের কণ্ঠ রেকর্ডের উপযুক্ত নয়। পরের প্রচেষ্টা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েন্টাল মিউজিক ভ্যারাইটিস কোম্পানীতে। এখানেও রেকর্ড করা সম্ভব হল না। ইতিমধ্যে কোম্পানী ভাগ হয়ে পরিণত হল পাইয়োনিয়ার ও ভারত রেকর্ড কোম্পানীতে। এই দুই কোম্পানীর রেকর্ড প্রকাশিত হত হিন্দুস্থান কোম্পানীর লেবেলে। কোম্পানীর ডাইরেক্টর সুধীর চন্দ্র গুহ ভালবেসেছিলেন সুকণ্ঠ সুদর্শন তরুণ ধনঞ্জয়কে। বঙ্গসঙ্গীতের আঙিনায় নবাগত এই শিল্পীকে স্থায়ী আসন করে দিতে সব রকম সাহায্য করেছিলেন সহৃদয় এই মানুষটি।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম রেকর্ড সাড়ে সতের বছর বয়সে। স্বনামধন্য সুরকার সুবল দাশগুপ্তের সুরে 'যদি ভুলে যাও মোরে জানাব না অভিমান / আমি এসেছিনু তোমার সভায় দুদিন শোনাতে গান'। পারশ্রমিক পেলেন পাঁচ টাকা। টাকাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল সেই ১৯৪০ এর গান সত্তর বছর পরেও সমানভাবে রসিক শ্রোতার মনে দোলা জাগায়। এখানেই শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারের মহত্ব বা তাঁদের সৃষ্টির অবিনশ্বরত্ব। ওই রেকর্ডের উল্টো পিঠে ছিল 'ছিল যে আঁখির আগে'। নাটকীয় বা অদৃষ্টের পরিহাসের দৃষ্টান্ত একটি মজার ঘটনা হল, যে সায়গল ধনঞ্জয়কে বাতিল করেছিলেন, অল্পদিনের মধ্যে একই রেকর্ডে ধনঞ্জয়ের গানের উল্টো পিঠে রেকর্ড হল সেই সায়গলের গান।

সেই যুগে গান বাজনার জগত ছিল সুশৃঙ্খল ও মার্জিত। সুরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হত গায়ক-গায়িকাদের এবং যন্ত্রশিল্পীদের। এমন কি গীতিকারও রচনার ছোটখাট পরিবর্তন সুরকারের নির্দেশমত করাকে তাঁর কর্ত্তব্য ভাবতেন। এই দলগত সহযোগিতার ফলে গানের বাণী, সুর আর গায়কী মিলেমিশে উৎপন্ন হত এক স্বতঃস্ফূর্ত রসপ্রবাহ। সুরকারকে অভিভাবকের মর্যাদা দিতেন সব শিল্পীরা। এই প্রসঙ্গে ৪০এর দশকের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুবল দাশগুপ্তের সুরে ধনঞ্জয় রেকর্ডিং করছেন। সুবল দাশগুপ্ত মেজাজী মানুষ হলেও খুব যত্ন নিয়ে বারে বারে শিল্পীকে সব বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু ভুল করলেই আর রক্ষা নাই। সেদিন বারে বারে বুঝিয়ে দেওয়ার পরও ধনঞ্জয় ভুল করে ফেলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গালে এক চড়। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ধনঞ্জয় বলেছেন, সুবলদার সেই একটা চড় জীবনে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বাঙলার সঙ্গীত জগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র সুবল দাসগুপ্ত দারুণ ভালবাসতেন ধনঞ্জয়কে, আদর করে ডাকতেন 'মিঃ দাদরা' বলে। এই ডাক ধনঞ্জয়ের দাদরা ছন্দে অনায়াস সন্তরণের স্বীকৃতিও বটে।

বাঙলায় এমন কোন সুরকার বা গীতিকার নেই যাঁদের গান করেননি ধনঞ্জয়। সুরকারদের সুদীর্ঘ তালিকায় আছেন রাইচাঁদ বড়াল, কমল দাশগুপ্ত, পঙ্কজ মল্লিক, সুবল দাশগুপ্ত, নির্মল ভট্টাচার্য, সুধীরলাল চক্রবর্তী, প্রবীর মজুমদার, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। এদের মধ্যে কমল দাশগুপ্তই তাঁর মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। শচীনদেব বর্মণও অত্যন্ত প্রিয়। তবে তাঁর সুরে গান গাওয়ার সুযোগ হয়নি। যখন ধনঞ্জয় খ্যাতির শীর্ষে, শচীনদেব তখন বোম্বাইপ্রবাসী 'এস ডি বর্মণ'।

ধনঞ্জয় যাঁদের আনুকুল্যে গানের জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম কর্মযোগী রায়। সার্থকনামা এই মানুষটি বহুমুখী কর্মের মাধ্যমে বাঙলা গানের জগতকে সমৃদ্ধ করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়েই ধনঞ্জয় ঘুরেছেন বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানীর দ্বারে দ্বারে। প্রথম

BANGLADARSAN.COM

প্রথম অনেকেই দ্বার খোলেননি, সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন অনেকে। প্রতিটি ব্যর্থতা তাঁকে নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে আরও কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। এই দৃঢ়চিত্ত প্রচেষ্টার ফলেই বাঙলা গানের জগতে নাম- যশ, খ্যাতি-প্রতিপত্তির রত্নসিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন ধনঞ্জয়, অবশ্যই নিজের বিস্ময়কর সঙ্গীত প্রতিভার সুবাদে। যে সব রেকর্ড কোম্পানী তাঁকে একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল, তাদেরই বড়কর্তারা দিনের পর দিন রেকর্ড প্রকাশের জন্য ধর্না দিতেন ধনঞ্জয়ের দ্বারে।

কুমার শচীনদেব বর্মণ ছিলেন ধনঞ্জয়ের আদর্শ; বলা যায় রোল মডেল। শচীনদেবের রাগভিত্তিক গান বা পল্লীগীতি হুবহু তুলে নিতেন ধনঞ্জয়। সেই গান গেয়ে মাত করতেন বড় বড় গানের আসর। ওরিয়েন্টাল মিউজিক ভ্যারাইটিস কোম্পানীর কর্ণধার সুধীরচন্দ্র গুহ শচীনদেব বর্মণের ধরনের বেশ কিছু গান রেকর্ড করিয়েছেন ধনঞ্জয়কে দিয়ে। সেই রেকর্ড জনপ্রিয়ও হয়েছে। একসময় স্বপ্নের গায়ক শচীনদেব বর্মণের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ এল। কর্মযোগী রায় ধনঞ্জয়কে নিয়ে এলেন 'জীবনসঙ্গিনী' ছবিতে প্লেব্যাক করার জন্য। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। থিম মিউজিক বা টাইটেল মিউজিক হিসেবে ব্যবহৃত গানটি ছিল তিনজনের গলায় – শচীনদেব বর্মণ, সুপ্রভা সরকার আর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। শচীনদেব বর্মণ তখন খ্যাতির শীর্ষে, খ্যাতির শীর্ষে বাঙলার আশা বলে চিহ্নিত সুপ্রভা সরকার। বাঙলা সঙ্গীত জগতের দুই দিকপালের পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন প্লেব্যাক করলেন মাত্র সতেরো বছরের তরুণ ধনঞ্জয়।

সেদিন ধনঞ্জয়ের গান পছন্দ হয়নি শচীনকর্তার। বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বাঙলা গান গাইতাছ দরদ নাই ক্যান? বাঙলা গান গাইবার কায়দাই শিখ নাই।' সঙ্গীতজীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন যাঁকে তাঁর এই বিরূপ মন্তব্যে আশাহত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। অসম্ভব জেদি ধনঞ্জয় সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, একদিন না একদিন গান গেয়ে মুগ্ধ করব শচীনকর্তাকে। চলল একটানা সাধনা। চলল শচীনকর্তাকে গান শোনানোর সুযোগের সন্ধান। অপেক্ষা করতে হয়েছিল অনেকদিন। শেষ পর্যন্ত সুযোগ এল। সেই মহেন্দ্রক্ষণটির কথা সারা জীবন মনে রেখেছিলেন ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয় তখন বাঙলার সঙ্গীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানের কথা ভাবাই যেত না। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে গানের আসর বসেছে। শিল্পী হিসাবে আমন্ত্রিত ধনঞ্জয়ও। তিনি তখনও কলিকাতার বাসিন্দা হননি। আসতেন বালী থেকে। কর্মকর্তারা ধনঞ্জয়কে বারে বারে মঞ্চে ওঠার অনুরোধ জানাচ্ছেন, বারে বারেই সেই অনুরোধ ফিরিয়ে দিচ্ছেন তিনি। শচীনকর্তা না এলে গান করবেন না। তাঁকে শোনানোর জন্যই তো এই আসরে ছুটে আসা। এ তো নিছক একটা গানের অনুষ্ঠান হয়, এ হল প্রতিজ্ঞা পালনের সুযোগ, চ্যালেঞ্জের জবাব দেওা। কিন্তু শচীনকর্তার দেখা নেই। এদিকে রাত বেড়ে চলেছে। ফিরতে হবে বালীতে, মা না খেয়ে বসে আছেন ছেলের পথ চেয়ে। অগত্যা উঠতেই হল মঞ্চে। গান শুরু করলেন। সেদিন তাঁর কণ্ঠে যেন স্বয়ং সরস্বতী ভর করেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন শচীনকর্তা। ধনঞ্জয়ের গান শুনে হতবাক তিনি। উইংসের পাশে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে গান শুনলেন। পর পর ছ'টা গান গেয়েছিলেন ধনঞ্জয়। গান শেষ হলে পরম স্নেহে ধনঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে অনুজকে যত্নবান হয়ে অমূলা কণ্ঠস্বর রক্ষা করার উপদেশ দিলেন শচীনকর্তা। স্বকর্ণে শুনলেন দরদ কাকে বলে এবং বাঙলা গান গাওয়ার কায়দা। এর পর দুজনের দারুণ হৃদ্যতা হয়ে গিয়েছিল। শচীনকর্তা কলকাতায় এলেই দুজনের দেখা হত। দুজনেরই ছিল মাছ ধরার শখ। মাছ ধরতে দুজনে পাড়ি জমাতেন দূর-দূরান্তে। ধনঞ্জয়ের মাছ ধরার আর এক সঙ্গী ছিলেন ভগ্নীপতি নীরদবরণ ভট্টাচার্য। মাছ ধরা ছাড়াও আরও কয়েকটি নেশা ছিল তাঁর, যেমন পান খাওয়া। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলের পাশে বিখ্যাত দোকান কল্পতরু থেকে নিয়মিত পান আসত। ওই দোকানের পানের প্রশংসা করে ধনঞ্জয়ের একটি লেখা ছবিসহ বাঁধিয়ে দোকানে টাঁঙিয়ে রাখতেন মালিক। খুব ভাল গাড়ী চালাতেন। দারুণ সাঁতার কাটতে পারতেন। খুব দম ছিল। স্নান করার সময় তিন-চার মিনিট জলের মধ্যে ডুবে থাকতে পারতেন। রান্নার হাতও ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে তাঁর রাঁধা মটন কষা,

সরষে ইলিশ, পুঁই শাক- কাঁকড়া, পেঁয়াজ কলি, চিঁড়ের পোলাও, চিতল মাছের পেটি, এঁচোড়ের কষা, ওলকপির কষার কোন তুলনা নেই।

ফেরা যাক গানের জগতে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মাকে প্রণাম করে প্রথম রেডিওতে গান গাইতে যান। তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। রেডিওতে প্রথম গান, 'জোছনা রাতে কেন ডাকে বাঁশী'। পারিশ্রমিক হিসাবে পেয়েছিলেন পাঁচ টাকা। সেই ১৯৩৮ থেকে একটানা দীর্ঘদিন কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শীর্ষ শিল্পীদের অন্যতম হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন। তবে মতাদর্শগত কারণে এবং আত্মমর্যাদার প্রশ্নে বার কয়েক সম্পর্ক ছিন্ন করেন আকশবাণীর সঙ্গে। পরে সঙ্গীত অনুরাগী অসংখ্য মানুষের প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন ধনঞ্জয়কে ফিরিয়ে নিতে। আকাশবাণীর সঙ্গে মনোমালিন্য তাঁর নিজ স্বার্থে নয়, অন্যান্য শিল্পীরা যথোচিত মর্যাদা পাচ্ছেন না, তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে, এই দাবীতে তিনি আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন তিনি। অনেক শিল্পীকে তিনি রেডিওতে গাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। বহু শিল্পীকে রেকর্ড করার সুযোগ করে দিয়েছেন। পরে এ প্রসঙ্গে আরও কথা হবে। ফিরে যাওয়া যাক তাঁর সঙ্গীতজীবনের আরও কিছু পরিচয় প্রসঙ্গে। আকাশবাণীর সঙ্গে তাঁর শেষ মনোমালিন্য ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে, আর শেষ অনুষ্ঠান ১৯৯২'র জানুয়ারীতে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'জীবনসঙ্গিনী' ছবির পর 'আলেয়া' ছায়াছবিতে প্লেব্যাকের সুযোগ পান ধনঞ্জয়। সুযোগ করে দেন ভারত রেকর্ড কোম্পানীর সুধীর গুহ। 'আলেয়া'র হিট গান 'মাটির এ খেলাঘরে'; সুরকার কমল দাশগুপ্ত। এর পরেই এল একটা বড় রকমের ব্রেক। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চলচিত্রকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছবি 'শহর থেকে দূরে' ছবির গান গাইলেন ধনঞ্জয়। 'রাধে ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমের শ্যামরায় / ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়।' এই গানে উত্তাল হয়ে উঠল সারা বাঙলা। লোকের মুখে মুখে ফিরত সেই আশ্চর্য সুন্দর গান। এই প্রসঙ্গে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটি সাক্ষাৎকারে শৈলজানন্দ বলেছিলেন, তখনকার মানুষ পাঁচ সাতবারও দেখেছে 'শহর থেকে দূরে' বইটা। মলিনা, জহর গাঙ্গুলি, ধীরাজ, ফণী রায়, নরেশ মিত্র এঁরা কি দারুণ অভিনয় করেছিল। জানো, ওই বইটাতেই একটা গান ছিল, 'রাধে ভুল করে তুই' .... ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গেয়েছিলেন। ওর তখন বয়স আঠারো ঊনিশ। ভাব তো, আমরা তাহলে গুণের কদর জানতাম। সেই ছেলে পরে মাত করে দিল সবাইকে। এমন কণ্ঠসম্পদ নিয়ে আর কেউ প্লেব্যাক করতে এসেছে?'

'শহর থেকে দূরে'র পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি ধনঞ্জয়কে। একদিকে রেডিও, রেকর্ড, প্লেব্যাক, অন্যদিকে জলসা। বাঙলা গানের অঙ্গনে তখন প্রতিভার ছড়াছড়ি। ধনঞ্জয় যখন ধীর ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছেন, তখন শচীনদেব বর্মণ, কুন্দনলাল সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র দে'র একচ্ছত্র আধিপত্য। জলসায় এঁদের রেট ১৫৲ টাকা। দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন ভবাণী চরণ দাস, মৃণাল কান্তি ঘোষ, পঙ্কজ কুমার মল্লিক। এঁদের রেট ১০৲ টাকা। জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যদের রেট ছিল ৫৲ টাকা। রীতিমত লড়াই করে জায়গা করে নিতে হয়েছে ধনঞ্জয়কে। এক সময় রেকর্ড কোম্পানীর অডিশনে বাতিল করে দিয়েছিলেন সায়গল, বাতিল করেছিলেন, কমল দাশগুপ্ত, শচীনদেব বর্মণ পছন্দ করেননি, পছন্দ করেননি পঙ্কজ কুমার মল্লিকও। কিন্তু পরবর্তীকালে এঁদের বিরাগ যে অসীম অনুরাগে পরিণত হয়েছিল তার মূলে ধনঞ্জয়ের অসাধরণ প্রতিভা।

অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই সঙ্গীতসাধকের বহুমুখী প্রতিভার দুই একটি উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। সঙ্গীতবহুল ছবি 'তানসেন' এর কাজ চলছে। সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। ধামারে নিবদ্ধ একটি জটিল গান ভীমসেন যোশীর মত প্রথিতযশা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীকে দিয়ে গাইয়েও সন্তুষ্ট হতে পারছেন না সুরকার। অগত্যা টেলিফোনে ডাক ধনঞ্জয়কে। অবিলম্বে দেখা করত হবে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে। সেখানে গিয়ে শুনলেন, ভীমসেন যোশীর গাওয়া যে গান পছন্দ হয়নি রবীনবাবুর, বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে গান গাইতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন, সেই গান গাইতে হবে তাঁকে। যে কোন চ্যালেঞ্জ নিতে সর্বদাই প্রস্তুত ধনঞ্জয়

বললেন, ঠিক আছে, আমি রাজী। দিন কয়েকের অনুশীলন। তারপরেই রেকর্ডিং। মুগ্ধ, বিস্মিত সুরকার বুকে জড়িয়ে ধরলেন ধনঞ্জয়কে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবির কাজ চলছে। সুরকার পঙ্কজকুমার মল্লিক। নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বি এন সরকারের আগ্রহে ডাক পেলেন ধনঞ্জয়। গান তুলে দিচ্ছিলেন সহকারী সঙ্গীত পরিচালক বীরেন বল। ধনঞ্জয়ের অনুরোধে গানটি বার কয়েক গেয়ে শোনালেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। গান রেকর্ড হয়ে গেল। দক্ষিণ কলিকাতার পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নিউ থিয়েটার্সের কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সেই রেকর্ড বাজান হল। গান শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। এ যে হুবহু আমারই গলা, আমারই গায়কী। একসময়, 'ডাক্তার' ছবিতে গান গাইবার ইচ্ছা নিয়ে পঙ্কজকুমার মল্লিকের কাছে গিয়েছিলেন ধনঞ্জয়। কিন্তু পঙ্কজ মল্লিক ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে গানের পর ধনঞ্জয়ের প্রতিভা সম্বন্ধে সব সংশয় দূর হয়েছিল পঙ্কজবাবুর।

'মাথুর' ছবির গান রেকর্ডিং হচ্ছে এম পি ষ্টুডিওতে। সঙ্গীত পরিচালক পণ্ডিচেরীর বিখ্যাত সঙ্গীতসাধক দিলীপ কুমার রায়। দিলীপকুমার ষ্টুডিওতে ছিলেন না। তিনি তখন পণ্ডিচেরীতে। সুর তুলে দিলেন সহকারী সঙ্গীত পরিচালক, ধনঞ্জয় গানটি গাইলেন, পুরোপুরি দিলীপ কুমার রায়ের ঢঙে। সেই রেকর্ড শুনে রীতিমত চমকে উঠেছিলেন দিলীপকুমার রায়। তাঁর একান্ত নিজস্ব গায়কী যে একজন শিল্পী এমন নিখুঁতভাবে গলায় তুলে নিতে পারবে তা যেন বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। ধনঞ্জয়কে কাছে পাবার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন তিনি। তিনি বারে বারে ধনঞ্জয়কে পণ্ডিচেরীতে ধরে নিয়ে যাবার জন্য নিকটজনদের বলেছিলেন। তাঁরা চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু জীবনে কখনো দিলীপকুমার রায়ের মুখোমুখি হননি তিনি। এমনকি মাথুর ছবির গান রেকর্ডিং বা রিহার্সালের সময়ও নয়। আসলে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে একটি বিশেষ কারণে তৈরী হয়ে গিয়েছিল বিশাল এক মানসিক দূরত্ব। সেই দূরত্ব কখনই ঘোচেনি। এক্ষেত্রেও কাজ করেছে ধনঞ্জয়ের জেদী মানসিকতা।

সুদীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল সঙ্গীতজীবনে অসংখ্য গান গেয়েছেন তিনি। বেসিক রেকর্ড ৮০০। সিনেমার গানের সংখ্যা ১২০০। এ ছাড়া আকাশবাণীতে, দূরদর্শনে আছে, আছে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে অগুনতি সঙ্গীতানুষ্ঠান। আজও সঙ্গীতপিপাসু বাঙালীর কানে বাজে, 'বাসরের দীপ আর আকাশের তারাগুলি', 'আমি চেয়েছি তোমায় সে কি মোর অপরাধ', 'কি ছাঁদে বেঁধেছ কবরী গো প্রিয়া', 'দোলে শাল পিয়ালের বন' 'মাটিতে জন্ম নিলাম', 'কবির খেয়ালে প্রেমময় তুমি', 'শিল্পী মনের বেদনা নিঙাড়ি'র মত অবিস্মরণীয় অনবদ্য গানগুলি। তাঁর বেসিক রেকর্ডের গানগুলির মধ্যে যেমন ভাবের বহুমুখীনতা আছে, তেমনি আছে সুরের বৈচিত্র্য এবং পরিবেশনগত মেজাজের বা চালের বিবিধতা। 'শোন শোন কথাটি শোন'র মত হালকা চটুল গান যেমন আছে, তেমনি আছে 'শূন্য ঘরে ফিরে এলাম যেই', 'তুমি ফিরাবে কি শূন্য হাতে', 'মোর জীবনে দুটি রাতি', 'আমায় তুমি ভুলতে পার', 'তোমার চরণ চিহ্ন ধরে'র অতলস্পর্শী ভাবগভীরতা। ধনঞ্জয়ের গানে প্রিয়জনকে কাছে পাবার ঐকান্তিক প্রত্যাশা, অভিসারের উথালপাথাল ব্যাকুলতা, মিলনের আনন্দ এবং পরম প্রাপ্তির ভাবোল্লাস আছে ঠিকই, তবে বিরহ বেদনাই ধনঞ্জয়ের গানের প্রধান সম্পদ। এ সম্পর্কে শিল্পী স্বয়ং বলেছেন, 'আমার সঙ্গীতচেতনার জন্ম বেদনাবোধ থেকেই। গান আমার কাছে কোনদিন সৌখিন ভাববিলাস, চিত্তরঞ্জন অথবা অবসর বিনোদনের জিনিস বলে মনে হয়নি। এ আমার নিঃসহায় হৃদয়ের আশ্বাস, নিভৃত বেদনায় সান্ত্বনা। শুধু আজ বলে নয়, সেই ছ'বছর বয়স থেকেই; যখন বাবা এবং চার মাস পরে দাদাকে হারালাম। জ্ঞান হবার আগেই ভগবান মাথার ওপর চাপিয়ে দিলেন দায়িত্বের গুরুভার। প্রাণভরে কাঁদবার সুযোগ পেলাম না। চেতনাই সারা মনকে আচ্ছন্ন করেছিল – সংসারের ভার আমার ওপর। আমি ছাড়া মাকে সাহায্য করার কেউ নেই।'

চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ নির্বাক। শব্দসংযোজন হল পরে। তখনও গান অভিনেতা নিজেই গাইতেন। গানের খাতিরে অনেকে অভিনেতা অভিনেত্রী হয়েছেন। অনেকে অন্য সব গুণে গুণান্বিত হলেও কেবল এই একটি গুণের

অভাবে হয় বাতিল হয়েছেন, অথবা পার্শ্বচরিত্র অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন। গায়ক নায়কদের তালিকা দীর্ঘ এবং গায়িকা নায়িকা হিসাবে কানন দেবীর নাম সবার উপরে। রবীন মজুমদার বা পাহাড়ী সান্যালের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা উপলব্ধি করবেন যে অভিনয় জগতের মানুষদের সুরজ্ঞান কতটা ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্লেব্যাক চালু হওয়ার পরেও শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি অভিনয় ও গান করেছেন। কিন্তু প্লেব্যাক চালু হয়ে যাওয়ার পরে গানের দায়িত্বে চলে আসেন যোগ্যতর বিশেষজ্ঞ শিল্পীরা। বহুদিন ধরে থিম সঙ ও নেপথ্যে মুড তৈরীর জন্য গাওয়া গান অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই দেখা যেত। প্লেব্যাক চালু হওয়ার পর চরিত্রের মুখে বা লিপ দেওয়া গানের সংখ্যা বেশ বেড়ে গেল। এই প্রথা কয়েক দশক প্রচলিত ছিল। অনেক ছবি শুধু গানের গুণেই হিট হয়েছে।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'জীবনসঙ্গিনী' ছবিতে প্লেব্যাক করলেন ধনঞ্জয়। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। থিম মিউজিক বা টাইটেল মিউজিক হিসেবে ব্যবহৃত গানটি ছিল তিনজনের গলায় – শচীনদেব বর্মণ, সুপ্রভা সরকার আর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। পরের বছর কয়েকটি ছবিতে কণ্ঠদান করেন ধনঞ্জয়। সেই ছবিগুলির কোনটিই সেরকম প্রভাব ফেলতে পারেনি। পায়ে তলায় প্রথম জমি খুঁজে পেলেন, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'আলেয়া' ছায়াছবিতে সুবল দাশগুপ্তের সুরে 'মাটির এ খেলাঘর' গানটি গেয়ে। টাইটেলে 'সুবল দাশগুপ্ত' নাম থাকলেও এই ছবির প্রকৃত সুরকার ছিলেন স্বনামধন্য সুরকার 'কমল দাশগুপ্ত'। তখনও প্লেব্যাক প্রকরণের সব খুঁটিনাটি তিনি বুঝতেন না। কিন্তু উপলব্ধির চেষ্টা পুরুদমেই শুরু করে দিয়েছেন। 'আলেয়া'র মুক্তির কয়েক মাস পরে মুক্তি পাওয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চলচিত্রকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছবি 'শহর থেকে দূরে' ছবির গান গাইলেন ধনঞ্জয়। 'রাধে ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমের শ্যামরায় / ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়।' এই গানে উত্তাল হয়ে উঠল সারা বাঙলা। লোকের মুখে মুখে ফিরত সেই আশ্চর্য সুন্দর গান। 'শহর থেকে দূরে' ছবির পর আর কখনও পিছনে তাকাতে হয়নি ধনঞ্জয়কে।

নেপথ্য শিল্পী হিসাবে একে একে, 'স্বয়ংসিদ্ধা', 'সাত নম্বর বাড়ী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'স্বামীজী', 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'পাশের বাড়ী', 'শ্বশুরবাড়ী', 'লেডিজ সীট', 'বাবলা', 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', 'ঢুলি', 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'রাণী রাসমণি', 'মহাকবি গিরীশচন্দ্র', 'পরেশ', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'রামপ্রসাদ', 'বামক্ষ্যাপা', 'বৃন্দাবনলীলা', 'চন্দ্রনাথ', 'নবজন্ম', 'মাথুর', 'শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহপ্রভু', 'ঠাকুর হরিদাস', সহ অজস্র ছবিতে গান গেয়ে শুধু বঙ্গভূমিকে নয়, গোটা ভারতের কোটি কোটি বঙ্গভাষীকে মাতিয়ে দিয়েছেন। ছায়াছবিতে গাওয়া অসংখ্য গানের মধ্যে 'শহর থেকে দূরে' ছবির 'রাধে ভুল করে তুই চিনলি না' গানটি আগেই উল্লেখিত। এর পরই মনে পরে 'বাবলা' ছবির 'জনম মরণ পা ফেলা আর পা তোলা তোর ওরে পথিক' গানটি। জীবন- মৃত্যুর গভীর রহস্য নিয়ে লেখা সজনীকান্ত দাসের এই গানটি ছিল সাধক শিল্পী ধনঞ্জয়ের আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। বারবার তিনি এই গানটির কথা বলতেন। বিশেষ করে একটি কলি, 'নয় তো শুরু আঁতুরঘরে, শেষ নয়ত চিতার পরে' ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। রাইচাঁদ বড়ালের সুরে স্বামীজী ছবির 'মন চল নিজ নিকেতনে' ও 'যাবে কি হে দিন আমার' চিরন্তন মহিমায় আজও ভাস্বর। উল্লেখ্য ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত স্বামীজী ছবিতেই ধনঞ্জয় প্রথম ভক্তিমূলক গান করেন। ভক্তিমূলক গানের ডালিতে আরও আছে রাজেন সরকারের সুরে 'ঢুলি' ছবির বিখ্যাত গান 'ত্রিনয়নী দুর্গা মা তোর রূপের সীমা পাইনা খুঁজে', 'ভাঙনের কূলে ঘর বেঁধে কিবা ফল'। মনে পড়ে 'রাণী রাসমণি' ছবির অসাধারণ জনপ্রিয় গান 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কে বা চায়' অথবা 'কোন হিসাবে হর হৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে'র মত আশ্চর্য সুন্দর গান। ছবিটির সুরকার ছিলেন অনিল বাগচী। এছাড়াও 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে পঙ্কজ মল্লিকের সুরে 'তু ঢুঁঢ়তা হ্যায় যিসকো', মহাকবি গিরীশচন্দ্র ছবিতে 'নদে টলমল করে', সাহেব বিবি গোলাম ছবিতে গজল অঙ্গের জমাটি গান 'তীর মারে তীরন্দাজ', নবজন্ম ছবির 'আমি আঙুল কাটিয়া কলম বানাই চোখের জলে কালি' ইত্যাদি গানগুলি অবিস্মরণীয়। সব ছবির কথা বলা সম্ভব নয় তবে 'পাশের বাড়ী'র কথা না বলে অপূর্ণই থেকে যাবে। আদ্যন্ত কমেডি ছবি 'পাশের বাড়ী' সে যুগে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। সর্বাধিক জনপ্রিয়া

হয়েছিল এই ছবিতে ধনঞ্জয়ের গাওয়া গান 'ঝির ঝির বরষা / হায় কি গো ভরসা আমার ভাঙা ঘরে তুমি বিনে'। জনপ্রিয় হয়েছিল 'নয়নে তোমার ভোমরা কাজল কালো' গানটিও। তব 'ঝির ঝির বরষা' গানটি মুখে মুখে ফিরত সে যুগের তরুণ- তরুণীদের। এই একটি গান ধনঞ্জয়কে তুলে দিয়েছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। সুরকার সলিল চৌধুরী স্বয়ং বলেছেন, পাশের বাড়ী'তে সুরের অভিনব পরীক্ষা- নিরীক্ষা করেছেন তিনি এবং সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা সার্থক হয়েছে ধনঞ্জয়ের কণ্ঠনৈপুণ্যে।

ছায়াছবিতে কণ্ঠদানের পাশাপাশি অভিনয়ও করেছেন ধনঞ্জয়। 'পাশের বাড়ী' ছবিতে অভিনয় করেছেন। অভিনয় করেছেন শ্বশুর বাড়ী ছবিতে। 'লেডিজ সীট' ছবিতেও দেখা গেছে তাঁকে। দেখা গেছে কানন দেবীর প্রযোজনায় 'নববিধান' ছবিতে।

'নববিধান' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কানন দেবী। তিনি চেয়েছিলেন, নায়িকার ভাইএর চরিত্রটিতে অভিনয় করুন ধনঞ্জয়। মূলত কানন দেবীর অনুরোধেই তিনি 'নববিধান' ছবিতে অভিনয় করেন। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধাও কাজ করেছিল এক্ষেত্রে। দূরদর্শনে এক সাক্ষাৎকারে সবিতাব্রত দত্তকে ধনঞ্জয় বলেছিলেন, তিনি ছবিতে গান করা, সুর করা ও অভিনয় করা তিনটিরই ইচ্ছা পোষণ করতেন। যদিও অভিনয় নয়, গানেই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

ধনঞ্জয় যখন গানের জগতে পদার্পণ করেন তখন তাঁর পূর্বসুরী বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে শচীনদেব বর্মণ ও কৃষ্ণচন্দ্র দের গান অতি জনপ্রিয়। সায়গল ও পঙ্কজকুমার মল্লিকের গানও খুব চলত, কিন্তু ধনঞ্জয় পূর্বোক্ত দুই শিল্পীর গানই অনুষ্ঠানে গেয়ে আসর মাত করে দিতেন। ওঁরাই তাঁর আদর্শ ছিলেন। তখনকার দ্বিতীয় সারির শিল্পী মৃণাল কান্তি ঘোষ, ভবানী চরণ দাস, আর অপক্ষাকৃত তরুণ সুধীরলাল চক্রবর্তীর গানও তখন খুব জনপ্রিয়। ধনঞ্জয় সুধীরলালের গানও সাবলীল ভঙ্গীতে গাইতেন। সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুরে বেশ কয়েকটি রেকর্ড করেন ধনঞ্জয়। গানগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেকে বলেন, 'মধুর আমার মায়ের হাসি' ও 'খেলাঘর মোর ভেসে গেছে হায় নয়নের যমুনায়' গান দুটি ধনঞ্জয়ের কথা ভেবে সুর করেছিলেন সুধীরলাল। পরে নিজেই রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত নেন। সুধীরলালের মৃত্যুর পর তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু বিশিষ্ট গায়ক নিখিল সেন সুধীরলাল স্মৃতি বাসর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর সুধীরলাল স্মরণ সন্ধ্যায় ধনঞ্জয় সুধীরলাল সুরারোপিত নিজের গান তো গাইতেনই। তাঁকে 'মধুর আমার মায়ের হাসি' ও 'খেলাঘর মোর ভেসে গেছে হায় নয়নের যমুনায়' গান দুটিও গাইতে হত। অনিল স্মৃতি বাসর এর অনুষ্ঠানেও ধনঞ্জয়ই ছিলেন প্রধান আকর্ষণ।

শচীনদেব বর্মণ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সায়গল ও পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং সুধীরলাল চক্রবর্তীর পরেই গানের জগতে উদয় হন এবং আবির্ভাবেই আলোড়ন সৃষ্টি করেন আধুনিক গানের ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, জগন্ময় মিত্র -হেমন্ত মুখোপাধ্যায় - ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। তিনজন প্রায় সমবয়সী, তিন- চার বৎসরের মধ্যে। তিনজনের ঘনিষ্টতাও ছিল চোখে পড়ার মত। এঁদের বাদ দিয়ে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠান ভাবাই যেত না। এঁদের তিনজন কোন অনুষ্ঠানে একই সময়ে পৌঁছে গেলে দর্শকদের অপেক্ষা করিয়েও আড্ডা চলত। প্রথমে জগন্ময়, পরে হেমন্ত বোম্বাই চলে গেলেন। দলে ভেঙে গেল। ইষ্টবেঙ্গল- মোহনবাগানের মত একদল মানুষের কল্পনায় হেমন্ত- ধনঞ্জয় প্রতিযোগিতার কথা বা তা নিয়ে তর্ক- বিতর্ক চলত। এই মানসিকতাকে আশ্রয় করে 'তমসা' নামে একটি ছবিতে একই গান ধনঞ্জয়কে দিয়ে গাওয়ানো হল কীর্তনাঙ্গে আর হেমন্তকে গাওয়ানো হল আধুনিক ঢঙে। লোক টানার জন্য বিজ্ঞাপণও দেওয়া হয়েছিল - বিরাট সঙ্গীত প্রতিযোগিতা – হেমন্ত বনাম ধনঞ্জয়। ছবিটির মুক্তির পর দুই শিল্পীর ফ্যানদের মধ্যেও লড়াই একেবারে তুঙ্গে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, শেষ পর্যন্ত দুজনকে খবরের কাগজে বিবৃতি বার করে বলতে হয়েছিল যে, তাঁদের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব নেই।

BANGLADARSHAN.COM

হেমন্তের গানের অন্ধ ভক্ত ছিলেন ধনঞ্জয়। বলতেন, হেমন্তর গান এককতাতেই বলব তুলনাহীন, তুলনাহীন। এই কারণে যে, বাঙলা গানের জগতে এই নাম এতদিন আছে এবং আশা করি চিরদিন থাকবে। বলতেন, আমি গায়ক হিসাবে ঈর্ষা করি দুজনাকে – হেমন্তদাকে আর ছোট ভাই পান্নালালকে।

পান্নালাল ছিলেন ধনঞ্জয়ের থেকে সাত বছরের ছোট। তিনি যখন মাতৃগর্ভে তখনই বাবার মৃত্যু হয়। ফলে আত্মীয় স্বজনের চোখে অপয়া বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন, ছিল অনাদর আর অবহেলা। কেবল মা অন্নপূর্ণা ও ধনঞ্জয় স্নেহে, ভালবাসায় ঘিরে রেখেছিলেন শিশু ধনঞ্জয়কে। পান্নালালের ছিল ধনঞ্জয়ের মতই মিষ্টি গলা। গান গাইতেন আপন মনে। গান শেখা ধনঞ্জয়ের কাছে ও আর এক দাদা সুরকার প্রফুল্ল ভট্টাচার্যের কাছে। শ্যামসঙ্গীতের জনপ্রিয়তম শিল্পী পান্নালাল। কিছু আধুনিকও গেয়েছেন, তার মধ্যে কয়েকটি হিট। তাঁর গাওয়া 'মা আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল', 'মায়ের পায়ে জবা হয়ে' বা 'সদানন্দময়ী কালী' ইত্যাদি গান আজও জনপ্রিয়তায় সর্বোপরি। মানুষের মুখে মুখে ঘোরে এই সব গান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার জন্য পান্নালালকে ধনঞ্জয় নিয়ে যান বিশিষ্ট সঙ্গীতগুরু যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর কাছে পান্নালাল তালিম নিয়েছেন বেশ কিছুদিন। দাদা ধনঞ্জয় আর বৌদি রেখা দেবীকে বাবা মার মত শ্রদ্ধা করতেন, ভয়ও করতেন। ছোটবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন। ক্রিকেট খেলতে গিয়ে চোখে দারুণ আঘাত পান। সেই থেকে একটি চোখ টেরা হয়ে যায়। অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ধনঞ্জয়ের আর এক ছাত্র বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী সনত সিংহ। ধনঞ্জয় ছিলেন পান্নালালের রোল মডেল। তাঁকে অনুসরণ করেই গড়ে তুলেছিলেন ব্যক্তিজীবন, সঙ্গীতজীবন। রেখা দেবী সম্পর্কে বলতেন, উনি তো আমার বৌদি নন, মা।

এহেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা সার্থক শিল্পী করন অল্প বয়সে চলে গেলেন সে রহস্য কিন্তু আজও থেকে গেছ। মর্মান্তিক এই ঘটনা নিয়ে জল্পনা- কল্পনা, গল্প- গুজবের অন্ত নেই। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ধনঞ্জয়ের কাছে। তিনি কি বলেছিলেন শোনা যাক। "অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও আমার মা চেয়েছিলেন আমি ও পান্নালাল গানের জগতে থাকি। পান্না আমার চেয়ে সাত বছরের ছোট। তখন অনেক বিঘ্ন ছিল। আমি যখন গান শিখছি, রেওয়াজ করছি, তখন ও তো আমার কাছেই ছিল।' পান্নালল যখন একটার পর একটা অসাধারণ রেকর্ড করছেন, তখন ধনঞ্জয় নিশ্চিত বুঝেছিলেন, গানগুলি কালজয়ী। ধনঞ্জয় আরও বলেছেন, 'ওর অনেক গান তো আমি নিজে অনুসরণ করেছি। এমন কিছু ব্যাপার আছে যা ঠিক বলার মত নয়। এমনও তো হতে পারে যে তার মনে হয়েছিল, যে বাঙলার ভক্তিগীতি বা মা'র গান যা আছে, সব আমিই গাইছি, প্রতিষ্ঠিত ও যোগ্য হয়েও সে সেই সুযোগ পাচ্ছে না। এটা হতে পারে না? তার নিজে মনে হয়তো এই কষ্ট ছিল। চলে যাওয়ার অনেক কারণই থাকতে পারে। তবে সত্যিকারের মাতৃদর্শন কিন্তু ওরই হয়েছিল। আধারটা তৈরী হয়নি বলে ধরে রাখতে পারল না। এসব জিনিসকে ধরে রাখতে হলে একটা আধার দরকার। সে আধার তৈরী করতে হলে নিজেকে মুক্ত করতে হয়। ওর গানের যে পারফেকশন, যে ভাব তা একেবারে ঐশী ব্যাপার। তার গানের মত মর্মস্পর্শী গান আমি নিজে গাইতে পারিনি।' নিরপেক্ষভাবে দেখলে, পান্নালাল তাঁর ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটেছে, একথা উপলব্ধি করতে পারেননি, দাদার মত ষ্টার গায়ক বা সেলিব্রিটি হতে চেয়েছিলেন।

'আমার সাধ না মিটিল' আর 'ডুব ডুব ডুব ডুব সাগরে আমার মন' – এই গানদুটো পাশাপাশি চিন্তা করলেই বোঝা যাবে তফাৎটা। 'আমার সাধ না মিটিল' গানটিতে সমস্ত শরীর ও মনকে নাড়া দেয়। কিন্তু আমার গান শুনে সবাই বলে, ভিসুয়াল এফেক্টের কথা। একদিকে ধনঞ্জয় ছোট ভাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অন্যদিকে দাদার গান সম্পর্কে পান্নালাল বলেছেন, 'দাদার তুলনা দাদাই। ওঁর গানের ভাবসম্পদ আর সুরসম্পদের যদি চল্লিশ শতাংশও নিজের গলায় তুলে আনতে পারতাম তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।'

বাঙলা গানের জগতে তখন ধনঞ্জয় খ্যাতির শীর্ষে। নাম, যশ, প্রভাব- প্রতিপত্তি সবই করায়ত্ব। ডাক এসেছিল বোম্বাই সিনেমা জগত থেকেও। একবার নয় কয়েকবার। শচীনদেব, হেমন্ত, জগন্ময় মিত্র, সলিল চৌধুরী, মান্না দে

সবাই বোম্বাই গেছেন। ধনঞ্জয় বোম্বাই এর ডাক সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ওই জীবনে বা পরিবেশে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন না এটা বুঝেই এই সিদ্ধান্ত। তবে পাকেচক্রে একবার যেতে হয়েছিল বোম্বাই। গাইতে হয়েছিল একটি ছবিতে। সেটা ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। প্রখ্যাত সুরকার রাইচাঁদ বড়াল তখন প্রকাশ পিকচার্সএর হিন্দি ছবি 'মহাপ্রভু চৈতন্য'র সুর করছেন। হঠাৎ একদিন সিসিল হোটেলে এসে পৌঁছাল একটি টেলিগ্রাম। বোম্বাই থেকে পাঠিয়েছেন, রাইচাঁদ বড়াল – 'ধনু' প্লিজ কাম'। ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়লেন ধনঞ্জয়। বোম্বাই থেকে জরুরী তলব। নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছেন রাইদা। রাইদা ডাকছেন ধনঞ্জয় কি স্থির থাকতে পারেন? সেইদিনই রওনা হলেন।

বোম্বাই গিয়ে জানতে পারলেন আসল ব্যাপারটা। মহাপ্রভু চৈতন্য ছবির কীর্তনাঙ্গের গান ধনঞ্জয় ছাড়া গাইবে কে? সুতরাং জরুরী তলব। রাইচাঁদ বড়াল অনুরোধ জানালেন খান দুই গান গেয়ে দেওয়ার জন্য। রাইদাকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন ধনঞ্জয়। তবু প্রত্যাখ্যান করলেন অনুরোধ। বোম্বাইএর ছবিতে গাইবেন না এটাই তাঁর প্রতিজ্ঞা। প্রাণাধিক প্রিয় ধনঞ্জয়ের এই সরাসরি প্রত্যাখ্যান প্রত্যাশিত ছিল না রাইচাঁদ বড়ালের। দুঃখে বেদনায় অভিমানে বললেন – বেশ তাই হোক। তুমি ফিরে যাও কলিকাতায়। রাইদার অভিমান বুঝতে পেরে কিছুটা নরম হলেন ধনঞ্জয়। বললেন, ঠিক আছে, আপনি যখন চাইছেন, তখন আমি গাইব। তবে, এই প্রথম, এই শেষ। আর কখনো আমাকে ডাকবেন না বোম্বাইতে। অবশেষে গান গাইলেন ধনঞ্জয়। সেই গানে মেতে উঠল বোম্বাই সিনেমা জগত ও দর্শকেরা।

আরও কয়েকবার বোম্বাই এর ডাক ফিরিয়েছেন, প্রসঙ্গ উঠলেই বলতেন, আমি বাঙলাকে ভালবাসি, বাঙালীকে ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথের বাঙলা, শরৎচন্দ্রের বাঙলা ছেড়ে কোথাও যাব না। ধনঞ্জয় কখনও বিদেশে যাননি। এমনকি বাংলাদেশেও নয়। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের জন্ম হবার পর শেখ মুজিবর রহমান চেয়েছিলেন দুই বাঙলার শিল্পীদের নিয়ে ঢাকায় এক বিরাট অনুষ্ঠান করবেন। হেমন্তকে বলেছিলেন যা করে হোক ধনঞ্জয়কে রাজী করিয়ে নিয়ে আসুন। বাংলাদেশে ধনঞ্জয় অনুরাগীদের সংখ্যা প্রচুর। শেখ মুজিবের প্রস্তাব নিয়ে হেমন্ত এসেছিলেন হোটেল সিসিলে। কিন্তু সেই আমন্ত্রণও কোন একটি বিশেষ কারণে ফিরিয়ে দেন ধনঞ্জয়।

বোম্বাই সিনেমায় গানের জগতের একছত্র সম্রাজ্ঞী লতা ধনঞ্জয়ের গানের ভক্ত। সলিল চৌধুরীকে বার বার বলতেন, ধনঞ্জয়দাকে বোম্বাই নিয়ে আসুন। লতার ডাকেও তিনি যাননি। অথচ লতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল দাদা আর ছোট বোনের। বয়সে ছোট লতাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন ধনঞ্জয়। একবার কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে গাইতে এলেন লতা। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা লতার সমান দক্ষিণা দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ধনঞ্জয়কে। কিন্তু তিনি সেই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। লতাকে অভিনন্দন জানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, রূপোর তৈরী একটি সুদৃশ্য বীণা।

এর পরে বোম্বাইতে যখন মহাপ্রভু চৈতন্য ছবির একটি কীর্তনাঙ্গ গান লতাকে শেখান, তখন লতা গভীর মনোযোগ দিয়ে গানটি শুনলেন। নোটেশন নিলেন। ধনঞ্জয়ের মনে সন্দেহ ছিল – বাঙলার মাটির কীর্তন কি মারাঠী মেয়ের গলায় ঠিক ফুটবে? এবার শোনা যাক ধনঞ্জয়ের মুখে – 'কিন্তু লতাকে চিনতে আমার তখনও দেরী ছিল। সাতদিন বাদে ষ্টুডিওতে এল সে। এক পাশের মাইক্রোফোনে আমি, বিপরীত দিকে লতা। আমি যা গেয়েছিলাম ও হুবহু তা উগরে দিল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ওর পায়ে ওপর মাথাটা রাখতে। সেইদিন লতা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, জাত শিল্পী কাকে বলে। তারপর কলিকাতায় এসে ও আমার বাড়ীতে এসেছে। আমাদের গান শুনিয়েছে। কি মিষ্টি গলা। কিন্তু তার চেয়েও মিষ্টি ওর মুখের দাদা ডাক।'

ধনঞ্জয় যেমন বাঙলাকে ভালবেসে বাঙালীকে ভালবেসে অর্থ বা প্রতিপত্তির হাতছানি উপেক্ষা করেছেন, বাঙালী জাতিও তেমনি শ্রদ্ধায় ভালবাসায় আপ্লুত করেছেন ধনঞ্জয়কে। চারের পাঁচের ও ছয়ের দশকে ধনঞ্জয়ে রেকর্ড বেরোলেই বিক্রী হয়ে যেত হু হু করে। প্রতি বছরই তাঁর শারদ অর্ঘ্য বা পূজো রেকর্ড বার হবার জন্য তৃষিত চাতকের তৃষ্ণা নিয়ে প্রতীক্ষায় দিন কাটাতেন সঙ্গীত পিপাসু শ্রোতার দল। শনিবার রবিবার দুপুরে অনুরোধের

আসরে ধনঞ্জয়ের স্বর্ণকণ্ঠের অন্ততঃ একটি গান থাকতই। ধনঞ্জয়কে বাদ দিয়ে সে সময় জলসার কথা ভাবাই যেত না।

সারা কলিকাতা ও জেলাগুলিতে তখন জলসার ছড়াছড়ি। জলসা নিয়ে এ পাড়ার সঙ্গে ও পাড়ার হতো জমজমাট প্রতিযোগিতা। কে কত নামী- দামী শিল্পী আনতে পারে তাই নিয়ে লড়াই। উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য, পূর্ব কলিকাতার সব অঞ্চলেই ছোটবড় জলসা হত অগুন্তি। তবে নামী দামী জলসা বলতে যা বোঝায় তা হোত শিয়ালদহের কাছে ক্রীক রো তে। এলাকার ডাকাবুকো যুবক ভানু বোস ছিলেন ক্রীক রো'র বিখ্যাত জলসার উদ্যোক্তা। ক্রীক রো'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জলসা হোত পাশের সুরি লেন'এ। উদ্যোক্তা ভানু বোসের দাদা জগা বা জগন্নাথ বোস। ছোট ভাই ভানুর মতো জগা বোসও ছিলেন শিয়ালদহ অঞ্চলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষ। ক্রীক রো, সুরি লেন, ছাড়াও বড় মাপের জলসা হত, কালী দত্ত স্ট্রীট, ব্ল্যাক স্কোয়ার, মিলন চক্র, ত্রিকোণ পার্ক, ত্রিধারা, ফরওয়ার্ড ক্লাব, সঙ্ঘমিত্র, চক্রবেড়িয়া, রূপচাঁদ মুখার্জী লেন, লাহা কলোনী, তালতলা লর্ডপাড়া, সালকিয়া তরুণ দল, হাওড়া ব্যায়াম সমিতি, জামির লেন, নিমতলা কাঠগোলা, যাদবপুর আমরা ক'জন, খিদিরপুর কবিতীর্থ সহ বিভিন্ন পাড়ার বিভিন্ন সঙ্গঠনের উদ্যোগে। জেল পাড়ায় জলসা করতেন হিমাংশু বিশ্বাস বা ভেটকি বিশ্বাস। অক্রুর দত্ত লেনে জলসা করতেন ভি বালসারা স্বয়ং। এই সব জলসায় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপস্থিতি ছিল অনিবার্য।

বিভিন্ন জলসায় গানে ধনঞ্জয়কে সহযোগিতা করেছেন সে সময়ের প্রথম সারির যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরা। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে তবলা সঙ্গত করেছেন, ওস্তাদ কেরামতুল্লা খান, বিশিষ্ট গায়ক নায়ক অসিতবরণ, নিমাই ভট্টাচার্য, রাধাকান্ত নন্দী, কুমুদ ঘোষ, পরিমল সেন, কমল সেনগুপ্ত, যশোদাদুলাল মুখোপাধ্যায়, স্বপন মিশ্র, দুলাল ভট্টাচার্য, রথীন রায়, শ্যামল কুণ্ডু, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, পানু খান। গীটারে সহযোগিতা করেছেন সুজিত নাথ, খোকন মুখোপাধ্যায়, টুটুল গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দন ধর, স্বপন সেন, শম্ভুনাথ দে, হৃষিকেশ শুক্লা, স্বপন চট্টোপাধ্যায়। বাঁশীতে হিমাংশু বিশ্বাস, চন্দ্রকান্ত নন্দী, আকু দে, বিশু রায়, গৌর পাল। অ্যাকর্ডিয়ানে প্রতাপ রায়, অনুপম দত্ত, ভরত কার্‌কি। সেতার দিলরুবা তারসানাইতে নির্মল বিশ্বাস। পারকাসনে কানাই দাস, কার্তিক ঘোষ, সন্দীপ ঘোষ, প্রভাত দাস, স্বপন ভট্টাচার্য এবং দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।

১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারী, রবীন্দ্রসদনে সুরছন্দম'এর পক্ষ থেকে ধনঞ্জয়ের সঙ্গীতজীবনের ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। সর্বজনপ্রিয় সঙ্গীত সাধককে শ্রদ্ধা জানাতে সেদিন এসেছিলেন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগনের বিশিষ্ট মানুষজন। অনুরাগীদের ভিড় উপচে পড়েছিল রবীন্দ্রসদনে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সম্মান প্রণামী হিসাবে পঁচিশ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয় শিল্পীর হাতে। টাকাটা উদ্যোক্তাদের ফিরিয়ে দিয়ে তিনি অনুরোধ করেন যেন এটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। উদ্যোক্তারা তাঁর অনুরোধ রেখেছিলেন। খুশি হয়েছিলেন ধনঞ্জয়।

মানুষকে সাহায্য করার প্রবণতা ছিল বরাবরই। এই গুণটি তিনি পেয়েছিলেন মা'র কাছ থেকে। কোন সাহায্য প্রার্থীকে কখনও ফিরিয়ে দেননি শূন্য হাতে। দারিদ্র্যের কারণে বেশী দূর লেখা পড়া চালিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি টান ছিল আজীবন। বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে তিনি সাহায্য করে গেছেন অকাতরে। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ রূপ পেয়েছে নাতনি দীপাঙ্কনার মাধ্যমে। অসাধারণ মেধাসম্পন্ন দীপাঙ্কনা দাদুভাইএর স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে চলেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি দাদুভাই এর পদাঙ্গ অনুসরণ করে চালিয়ে যাচ্ছে গানও। মেজ ছেলে দীপঙ্কর গানের ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ধনঞ্জয় গীতমন্দির ও ধনঞ্জয় স্মরণ সংসদের মাধ্যমে অব্যাহত রেখেছেন ধনঞ্জয় চর্চার ধারা।

জীবনে শেষ প্রান্তে পৌঁছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ধনঞ্জয় বারবার একটা কথাই বলতেন – বঙ্গভুমি আমাকে দুহাত ভরে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালবাসার স্পর্শে আমার জীবনপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ।

BANGLADARSHAN.COM

যা চেয়েছি, পেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী। সেদিক থেকে বিন্দুমাত্র খেদ নেই মনে। তবে খেদ একটাই বাঙলা গানের তথা সামগ্রিকভাবে বঙ্গ সংস্কৃতির গুণগতমানের অবনমন ঘটে চলেছে। সঙ্গীত তথা সংস্কৃতির মান উন্নয়নে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংগঠন এগিয়ে আসুক এটাই ছিল শিল্পীর শেষ ইচ্ছা।

ধনঞ্জয়ের জীবনে প্রথম পর্বটা কেটেছে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধ সংগ্রাম করে। এর পরই শুরু হয় গানের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই। নিজের কাজ করেই সংগ্রামী ধনঞ্জয়ের সংগ্রামী স্বত্তা থেমে থাকেনি। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের সম্মান ও অধিকার রক্ষায় শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, কখনও রেডিও কর্তাদের বিরুদ্ধে, কখনও চলচ্চিত্র জগতে হর্তাকর্তাদের বিরুদ্ধে, কখনও বা রেকর্ড কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে। ধনঞ্জয় ছিলেন শিল্পীদের নেতা। সকলের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতেন তিনি। কত শিল্পীকে যে, রেডিও বা রেকর্ড বা প্লেব্যাক গাওয়ার সুযোগ করে দিয়ছেন তার ঠিক নেই। অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পীদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না এই অভিযোগে ধনঞ্জয় দুবার রেডিওতে গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শ্রোতাদের সম্মিলিত প্রতিবাদের চাপে কর্তৃপক্ষকে নতিস্বীকার করতে হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপারক, যে শিল্পীদের মর্যাদার প্রশ্নে ধনঞ্জয় প্রতিবাদ করছিলেন, সেই শিল্পীদের অনেকেই রেডিওর কর্মকর্তাদের মুচলেকা লিখে দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন রেডিও ষ্টেশনে। ধনঞ্জয় বলতেন, 'আজকের অনেকেই ভাবতে পারবেন না, সে সময়ে আমি আর হেমন্তদা মিলে কতখানি সংগ্রাম করেছি। মূলতঃ ধনঞ্জয়ের চেষ্টাতেই ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে ওঠে শিল্পীদের সংগঠন 'আর্টিষ্ট'স অ্যাসোসিয়েশন'। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অদূরে নির্মল চন্দ্র চন্দ্রের বাসভবনে বসত অ্যাসোসিয়েশনে সভা। সেই সময়ের প্রায় সব আন্দোলনই সফল হয়েছিল। এর অনেকদিন পরে শিল্পী সংসদেরও নেতৃত্ব দেন ধনঞ্জয়। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। সম্পাদক ছিলেন বিকাশ রায়। ধনঞ্জয় ছিলেন সহ-সম্পাদক। একসময় মতাদর্শগত কারণে শিল্পী সংসদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তবে উত্তমকুমারে সঙ্গে সম্পর্ক অটুটই ছিল।

প্রচণ্ড জেদী মানুষ ছিলেন। যা সঠিক বলে মনে করতেন তা থেকে একচুলও নড়ানো যেত না তাঁকে। একবার প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে কলিকাতায় বিরাট সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রণ পান ধনঞ্জয়ও। কিন্তু উদ্যোক্তাদের একটা প্রায় অসম্ভব শর্ত দেন তিনি। বললেন, প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পেলে অনুষ্ঠানে যাব। তা না হলে যাব না। উদ্যোক্তারা পড়লেন দারুণ সঙ্কটে। ধনঞ্জয়কে বাদ দিয়ে অনুষ্ঠান হয় না, আবার প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর চিঠি আনাও অসম্ভব। উভয় সঙ্কটে পড়ে তাঁরা ছুটলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে। সব শুনে তিনি বললেন ছেলেটার গাট্স্ আছে। বাঙালীর এই চরিত্র জিনিসটারই বড় অভাব। জহরলালের চিঠি আনিয়ে দেব। কথা রেখেছিলেন ডাঃ রায়। জহরলালের চিঠি হাতে পেয়েছিলেন ধনঞ্জয়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দারুণ ভালবাসতেন ধনঞ্জয়কে। তাঁর গানের একনিষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন। দারুণ ব্যস্ততার মধ্যেও ধনঞ্জয়ের গান শুনতেন মাঝে মাঝে। দেখা হলে বলতেন, গয়া গঙ্গাটা গাও। একবার উল্টোরথ পত্রিকার বর্ষসেরা নেপথ্য গায়কের পুরষ্কার নিতে গেছেন ধনঞ্জয়। পুরষ্কার দেবেন ডাঃ রায় স্বয়ং। ডাঃ রায় এলেন, ধনঞ্জয়কে দেখতে না পেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'হয়ার ইজ দ্য গোল্ডেন ভয়েস?' 'হয়ার ইজ ধনঞ্জয়?' ওর গান শুনে তবে যাব।

যেদিন ডাঃ রায়ের মৃত্যু হয়, সেদিনই তাঁকে গান শোনাতে যাওয়ার কথা ধনঞ্জয়ের। বড় ছেলের শরীর খারাপ বলে যেতে পারবেন না বলে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যাকে দিয়ে, সেই দুঃসংবাদ বহন করে আনে। সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ মানুষটি আর বলবেন না – 'ধনঞ্জয় তোমার গান শুনব'। শোকে মুহ্যমান ধনঞ্জয়। ডাঃ রায়ের সুবিশাল শোকযাত্রা দেখতে দেখতে ধনঞ্জয় বলেছিলেন, 'দ্যাখ দ্যাখ শেষ খাঁটি বাঙালী চলে যাচ্ছেন'। কখনও ডাঃ রায়ের ভালবাসার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেননি। কিছু পাবার প্রত্যাশা করেননি। ৬১ সনে পদ্মশ্রী দেবার প্রস্তাব

BANGLADARSHAN.COM

পাঠিয়েছিলেন। সবিনয়ে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। ডাঃ রায়ের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সম্পর্ক ছিল অহৈতুকী ভালবাসা আর অহৈতুকী শ্রদ্ধার।

বালী ছেড়ে ধনঞ্জয় কলেজ ষ্ট্রীটের হোটেল সিসিলে পাকাপাকিভাবে এসে ওঠেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। হোটেলটি তাঁর শ্বশুর বাড়ীর সম্পত্ত। সেই সুবাদেই এখানে আসা। বিয়ে হয়েছিল অমিয় গোস্বামী ও স্নেহলতা গোস্বামীর বড় মেয়ে রেখা দেবীর সঙ্গে। বিয়ে হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর। তার দু'তিন বছর আগে বাবাকে হারান রেখাদেবী। তাঁরা ছয় বোন এক ভাই। রেখাদেবী শুধু ধনঞ্জয়ের সহধর্মিণীই ছিলেন না, ছিলেন সহমর্মিণীও। বিয়ের পর ভট্টাচার্য পরিবারে পদার্পণের প্রথম দিন থেকে জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত সংসারের খুঁটিনাটি যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে গেছেন তিনি। ধনঞ্জয় কখন রেওয়াজ করতে বসবেন, কখন ঠাকুর ঘরে ঢুকবেন পূজো করতে, তাঁর স্নানাহার কখন হবে, কখন তিনি ষ্টুডিও পাড়ায় যাবেন, জলসায় যাবেন কখন, সবই থাকত রেখাদেবীর নখদর্পণে। কখন কোন পোষাকটা পরবেন তাও ঠিক করে দিতেন স্ত্রী। রেখাদেবী যেমন স্বামী ও শ্বশুরাড়ীর সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, ধনঞ্জয়ও তেমনি শিল্পী জীবনের শত ব্যস্ততা সত্বেও সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন স্ত্রীর সুবিধা অসুবিধার দিকে। শ্বশুরবাড়ীর প্রতি, অর্থে, সামর্থে সমস্ত কর্তব্য পালন করে গেছেন ধনঞ্জয়। আদর্শ দম্পতি হিসাবে ৪২ বৎসর সংসার করার পর বিচ্ছেদ আসে ১৯৮৭ এর ১৬ জানুয়ারী। রেখদেবীর জীবনাবসান ঘটে। তিন পুত্র শ্যামলাল, দীপঙ্কর ও দেবকান্তিকে রেখে স্বামীকে নিঃস্ব করে বিদায় নেন রেখাদেবী।

ধনঞ্জয়ের পূর্বপুরুষেরা বৈষ্ণব ছিলেন। ধনঞ্জয় ও পান্নালাল মূলতঃ মাতৃসাধক। তবে তাঁদের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব শাক্ত বিরোধের অবসান ঘটেছিল। শ্যামাশ্যাম আর কালীকৃষ্ণ ভক্তির দুকূলপ্লাবী বন্যায় সব একাকার। ধনঞ্জয় মানসচক্ষে মাকে কতটা দেখতে পেতেন তা বলতেন না। কিন্তু একটি অলৌকিক ঘটনার তিনি উল্লেখ করে গেছেন। একবার হালিশহরে একটি গানের আসর থেকে ফেরার পথে রামপ্রসাদের কালীমন্দিরে দেবী দর্শন করে আসার প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু মন্দিরে যখন পৌঁছলেন তখন মন্দিরে তালা লাগিয়ে পুরোহিত বাড়ী চলে গেছেন। বিফল মনোরথ হয়ে ধনঞ্জয় যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন একটি মেয়ে এসে মন্দিরের তালা খুলে দেয়। ধনঞ্জয় প্রাণভরে মাতৃদর্শন করেন। ধনঞ্জয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, রহস্যজনক ভাবে আবির্ভূতা হয়ে যে কিশোরী মন্দিরের দ্বার খুলে দিল, সে আর কেউ নয়, রামপ্রসাদের আরাধ্যা দেবী কালিকাই।

ধনঞ্জয়ের পূজার ঘরটি ছিল সুন্দর। বসার ঘরেও অনেক দেবদেবীর ছবি। পূজার ঘরে ঠাকুরের সামনে বসে তন্ময় হয়ে গান গাইতেন, অনেকটা সময় সেখানে কাটাতেন। গানই ছিল তাঁর পূজার মন্ত্র। হয়ত তিনি জেনে বা না জেনে নারদপুরাণের সেই বিখ্যাত ভগবদ্বাক্যের অনুসারী ছিলেন। 'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥' একই সঙ্গে সমান মনযোগ দিয়ে আধুনিক ও ভক্তিগীতি গেয়েছেন ধনঞ্জয়। বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রেম আর ভক্তি খুবই কাছাকাছি হৃদয়বৃত্তি। ধনঞ্জয়ের মিষ্টি মধুর রোমাণ্টিকতা মিষ্টিক ভক্তিরসে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। জীবনের এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধপুরুষ ধনঞ্জয়। ভক্তিগীতি গাইবার সময় অনাস্বাদিতপূর্ব ভাববিহ্বলতা ভর করত তাঁর উপর। রাণী রাসমণি ও সাধক রামপ্রসাদ ছবির গানের সময় শুদ্ধাচারে থাকতেন, নিরামিষ খেতেন। ইউনিটের সবাইকে নিরামিষ খেতে অনুরোধ জানাতেন।

আধ্যাত্মিকতার বাইরে জীবনের অন্য সব বিষয়েও সমান আগ্রহ ছিল ধনঞ্জয়ের। শত ব্যস্ততা সত্বেও নিয়মিত খেলার মাঠে যেতেন। মোহনবাগানের অন্ধ সমর্থক এবং সম্মানীয় সদস্য। মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ একবার ফুটবল সচিব পদে ধনঞ্জয়কে বসাবার সিদ্ধান্ত নিলে এই নিরাসক্ত মানুষটি রাজী হননি। পরবর্তীকালে ক্রিকেট মাঠেও যেতেন।

দারুণ বৈঠকী মেজাজের মানুষ ছিলেন, আড্ডা পেলে আর কিছু চাইতেন না। আর এই জমজমাট আড্ডার টানেই বহু বিশিষ্ট মানুষ ছুটে আসতেন হোটেল সিসিল এ। যেমন আসতেন সুরকার রতু মুখোপাধ্যায়। 'বাকুলিয়া

হাউস'এর রতু বা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ছিলেন 'চামেলী মেল না আঁখি'র সুরকার। এই বিখ্যাত গানটির পরই রতু মুখোপাধ্যায় ধনঞ্জয়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে যান। ঘনিষ্টতা গড়ে ওঠে শ্রীরামপুরের চাতরার ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রতিবছর কালীপূজার দিনে ভুবনেশ্বর বাবুর বাড়ীতে গান শোনাতে যেতেন তিনি। বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ও শিল্পীদের ঘনিষ্ট ছিলেন ধনঞ্জয়। এদের মধ্যে কীর্তন কলানিধি রথীন ঘোষের নাম না করলেই নয়। রথীন ঘোষের সঙ্গীতে সুগভীর রসবোধ, সুরেলা কণ্ঠ এবং সঙ্গীত ছাড়াও অন্যান্য শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন ধনঞ্জয়। গান ছাড়াও তবল, খোল, মৃদঙ্গের মত তালবাদ্য ও অন্যান্য যন্ত্র বাজাতে পারতেন। দুজনেই দুজনের গুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

নির্মল শুভ্র সংযত এবং শান্ত রসের ধারা স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্রবিণীর মত মনের গহনে প্রবাহিত না হলে শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাঁর মনের গভীরে ছিল রসের অতলান্ত গভীরতা। সেই গভীরতা থেকে একদিকে যেমন প্রবাহিত হয়েছে অজস্র গানের অমলিন ধারা, তেমনি রসালাপের মধুর স্ফূরণে মুগ্ধ করেছে পরিচিতদের। দার্শনিক উদাসীনতার সঙ্গে সরস বাচনভঙ্গীর মিলনে তাঁর গভীরতম উপলব্ধি বা চটুল গালগল্প সব একইরকম আকর্ষণীয় হয়ে উঠত।

আধুনিক গানের অবনতির প্রসঙ্গে তিনি বলতেন দোষটা গীতিকার সুরকার বা গায়ক-গায়িকা, কারুরই নয়। দোষটা আসলে আধুনিকতারই। আগে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা বা কাছাকাছি আসার তেমন সুযোগ ছিল না। আড়াল-আবডাল থেকে একটু দেখা, একটু সলাজ চাউনি, বড়জোর দুটো মামুলি কথা। অথছ মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার ইচ্ছা ষোল আনা। প্রায়ই কোন মেয়েকে নিজের ঘরণী রূপে দেখার স্বপ্ন যুবকদের কবি বানিয়ে দিত। সেই কারণেই সে আমলের আধুনিক গানে ছিল ভালবাসার মানুষটিকে কাছে পেতে রোমাণ্টিকতার পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা, মিলনের অনাবিল আনন্দ এবং বিরহের সকরুণ আর্তি। অত্যধিক বা সহজ মেলমেশার ফলে রোমাণ্টিক ভাবের আকাশটাই হারিয়ে যেতে বসেছ, এখন গানে ভাবগভীরতা মিলবে কি করে?

শিক্ষার অবনতির প্রসঙ্গেও তিনি সরস উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন, যে এ সমস্যা চিরকালই আছে। হয়ত শিক্ষা সকলকে দেওয়া সম্ভব নয় বা উচিত নয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি একটি রেকর্ড করেছিলেন। রেকর্ডটির একপিঠে ছিল 'বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন' অন্যদিকে 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'। তার আগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আরও একটি রেকর্ড করেছিলেন, সেটি অবশ্য বহুশ্রুত নয়। সার্থক ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করতে গেলে যেসব গুণ অপরিহার্য তা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল আধুনিক ও ভক্তিগীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ধনঞ্জয়ের। তাঁর ছিল সুরেলা কণ্ঠ, শাস্ত্রীয় গায়নশৈলী এবং অতলস্পর্শী গভীরতায় মণ্ডিত করার নান্দনিক ক্ষমতা। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার উপযোগী এইসব সম্পদ তাঁর করায়ত্ত হওয়া সত্বেও তিনি তেমনভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেননি। কারণস্বরূপ তিনি বলতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার কাছে গঙ্গার মতই পূত-পবিত্র। কিন্তু তীর ও জলের ধারের চড়া, নোংরা আবর্জনায় ভরা। 'বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড' হল এই নোংরা আবর্জনা। স্নান করা আর ফেরা, সঙ্গীত চর্চা বা রেকর্ড করে তা বিক্রী দুই কাজেই এই 'বোর্ড'টিকে না ছুঁয়ে এগোবার উপায় নেই। সাধ করে আর নোংরা ঘাঁটতে কে চায়? তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগৎ থেকে সসম্ভ্রমে দুরে থাকি। যে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড দেবব্রত বিশ্বাসের মত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অসাধারণ সাধককে অরাবীন্দ্রিক বলে বর্জন করার স্পর্ধা দেখায়, তাদের নির্দেশমত চলতে আমার বিবেকে বাধে। রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ের রত্নসিংহাসনে বসিয়ে রেখে তাই সসম্ভ্রমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তথাকথিত প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি। তিনি বললেন, 'যতদিন বাঙালী বেঁচে থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবে রবীন্দ্রসঙ্গীতও। কারণ আমাদের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-মিলন, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ঘেরা এই জীবনে যা কিছু অনুভূতি, উপলব্ধি তার প্রতিটি পর্যায় সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন শুনি, তখন মনে হয় আরে, কবি যা বলছেন তাতো আমার মনের কথা।'

রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ট। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার থেক শুরু করে সুবিনয় রায় পর্যন্ত প্রত্যেকের সঙ্গেই গভীর যোগাযোগ ছিল তাঁর। গভীর যোগাযোগ ছিল, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন – হেমন্তদা যখন 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে' গানটি গান, তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন হেমন্তদার জন্যই গানটি তৈরী করেছিলেন।

ষাটের দশকের দক্ষিণ কলিকাতায় 'উজ্জ্বলা' সিনেমায় রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটির সফল অভিনয়ের কথা, পরবর্তীকালের খুব কম লোকই জানেন। হলে কোন সীট খালি ছিল না। সেই অভিনয় সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। সেই আসরে ধনঞ্জয় গেয়েছিলেন উত্তীয়ের গানগুলি। সেইসব গভীর ভাবসমৃদ্ধ রোমান্টিক প্রেমসঙ্গীতগুলি ভিন্নতর মাত্রা পেয়েছিল ধনঞ্জয়ের মধুর কণ্ঠে। অনুষ্ঠানের পর দর্শক শ্রোতারা বিপুলভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শিল্পীদের, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনিয়মিত শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ধনঞ্জয় যদি নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগৎ আরও সমৃদ্ধ হবে। সকলকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করেছিলেন তিনি। তা সত্বেও ধনঞ্জয় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন থেকে বিরতই থেকেছেন।

তিনি বলেছিলেন, সুরেলা কণ্ঠ থাকলেই হবেনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তস্থলে প্রবেশ করতে হবে, আয়ত্ব করতে হবে গানের মর্মার্থ। নাহলে গান হবে 'শুষ্কং কাষ্ঠং'। যাঁরা বলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি সর্বস্ব বা রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসাস্বাদনে অক্ষম। দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকৃতি ঘটিয়েছেন, একথা সুস্থ মস্তিস্কের কোন মানুষ বলবেন না। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অবিকৃত রেখেই তিনি তাঁর নিজস্ব গায়কীর গুণেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে যুক্ত করতে পেরেছিলেন ভিন্নতর মাত্রা। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'অজস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'। একথা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে শতকরা একশোভাগ সত্য। সার্থক শিল্পী যিনি, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরলিপি বা ব্যাকরণের অজস্র বন্ধনের মধ্যেও গায়কীর গুণে মুক্তির স্বাদ পেতে পারেন, মুক্তির স্বাদ দিতে পারেন শ্রোতাদের।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ রবীন্দ্রনাথের। এক বছর পরই মারাত্মক স্নায়বিক রোগে নজরুল হারালেন মানসিক ভারসাম্য। মুক ও স্থবির হয়ে গেলেন তিনি। বঙ্গ সংস্কৃতির সেই সঙ্কট মুহূর্তে গানের ধারা অব্যাহত রাখতে এগিয়ে এলেন, অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, মোহিনী পুরকায়স্থ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শৈলেন রায়ের মত গীতিকাররা। এলেন হিমাংশু দত্ত, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, তিমির বরণ, অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, কমল দাশগুপ্ত, শচীনদেব বর্মণ, রাজেন সরকার, নচিকেতা ঘোষ, সলিল চৌধুরীদের মত সুরকাররা। নতুন বান এল আধুনিক বাঙলা গানের মরা গাঙে। আর সেই দুকূলপ্লাবী বন্যা যাদের কণ্ঠমাধুর্যে ভর করে এল, তাঁরা হলেন জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুপ্রভা সরকার, উৎপলা সেন, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মত শিল্পীরা। এই তালিকায় আরও আছেন, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অখিলবন্ধু ঘোষ, সুধীরলাল চক্রবর্তী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অনেকেই। নবযুগ এল বাঙলা গানে, যাকে স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করেন বিদগ্ধজনেরা।

শিল্পী ধনঞ্জয় স্বর্ণযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কিন্তু সেযুগের গানের প্রচলন কমে গেলেও সরকারী রেডিও, ও টি ভিতে কিছু চর্চা বা প্রচার এখনও আছে। বাঙলা গানে জগতে যে পরিমাণ স্থান তিনি তাঁর জীবৎকালে অধিকার করে ছিলেন, সেই অনুপাতে তাঁকে এই সব মিডিয়ার জায়গা ছাড়া হয়না। এর একটা বড় কারণ, অনুষ্ঠান পরিচালকদের অজ্ঞতা। তাঁকে কেবলমাত্র ভক্তিগীতির রূপকার হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে বহুদিন ধরে। একথা ঠিক যে ভক্তিগীতিতে দিলীপকুমার রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দের উত্তরসুরী তিনি। দিলীপ দত্ত, মৃণালকান্তি ঘোষ,

ভবানী চরণ দাসের পর শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী গানে ভিন্নতর মাত্রা যোগ করেছিলেন ধনঞ্জয়। তিনি বলতেন শ্যামাসঙ্গীত আমার রক্তে আছে। 'রাণী রাসমণি', 'সাধক রামপ্রসাদ' বাঙলার মানুষ কখনও ভুলবে না। সিনেমায় শ্যামাসঙ্গীত অনেক করেছেন, কিন্তু নন-ফিল্ম ডিস্ক করেননি। তিনি বলতেন, পানু(পান্নালাল) তো করছে, ওকে দিয়ে করান, দারুণ হবে। শ্যামাসঙ্গীতে প্রতি তাঁর আগ্রহ এসেছে তাঁর সুগভীর আধ্যাত্মিক বোধ থেকে। গৃহী সন্ন্যাসী বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই ছিলেন ধনঞ্জয়।

তবে কেবলমাত্র শ্যামাসঙ্গীত বা ভক্তিগীতির রূপকার বলে চিহ্নিত করলে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রতি সুবিচার করা হবে না। আধুনিক থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি থেকে রাগপ্রধান, গীত-ভজন, গজল ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিকের গানেই তিনি ছিলেন সিদ্ধকণ্ঠ। তবে বাঙলা আধুনিক গানেই তাঁর সৃজনী প্রতিভার অধিকতর প্রকাশ। আধুনিক গান গেয়েই ধনঞ্জয় পরিণত হয়েছেন প্রতীকে, প্রতিষ্ঠানে। তিনি এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সঙ্গীতধারা।

প্রসঙ্গত নজরুলগীতির কথা বলা যেতে পারে। আগে নজরুলগীতি পরিবেশিত হত আধুনিক বাঙলা গান হিসাবে। তখন নজরুলের অনেক গান সুর করেছেন কমল দাশগুপ্তর মত সুরকার। পরবর্তীকালে নজরুলের লেখা সব গানই নজরুলগীতি নামে জনপ্রিয় হয় এবং অন্য সুরকারদের নাম চাপা পড়ে যায়। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এই পুনরুজ্জীবন যখন ঘটে তখন ধনঞ্জয় গানের জগত থেকে নিজেকে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিচ্ছেন। তাই তাঁর গাওয়া নজরুলগীতির সংখ্যা খুব কম। তবু আমরা ভুলতে পারি না 'চোখ গেল চোখ গেল' অথবা 'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়' গানগুলি। নজরুলের লেখা শ্যামাসঙ্গীত কিন্তু একটাও করেননি ধনঞ্জয়।

গান-বাজনা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ছিল খুব পরিষ্কার। কণ্ঠসঙ্গীতের পরিবেশনায় যন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল যে 'অতিরিক্ত ইনষ্ট্রুমেন্টেশন' শ্রোতাদের রুচি বদলে দিচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর দুই দশক পরে, লাইভ অনুষ্ঠানে তবলার ভলিউম কতটা বেড়েছে, আমরা সবাই দেখতে পাই। শ্রোতাদের ধীরে ধীরে সুর থেকে অপসারিত করা হচ্ছিল, একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তা প্রায় সম্পূর্ণ। ধনঞ্জয় বলতেন এর জন্য আমরাই দায়ী। তাঁর উত্তরসুরীরা যে সব কাণ্ড করে দর্শকে টানার চেষ্টা করেন তা সম্ভবতঃ তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। ধনঞ্জয়ের মত শিল্পীরা জনপ্রিয়তার পিছনে না ছুটে, জনরুচিকে উন্নত করার চেষ্টা করে গেছেন চিরকাল।

সঙ্গীতে কোন ছুৎমার্গ ছিলনা তাঁর। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সব সুর-তাল-ছন্দকে সাদরে গ্রহণ করে আত্মস্থ করেছেন তিনি। সেই কারণেই সলিল চৌধুরী সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল এত বেশী। তিনি বলেছেন, ইদানীং গানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরের সত্যিকারের মিলন ঘটাতে পেরেছে একটি মানুষ – সলিল চৌধুরী। কারণ সুরের উৎস যা সব দেশেই চিরন্তন, সেইটিকে সে খুঁজে পেয়েছে। তাই সে জানে কতটুকু গ্রহণ করতে হর, কোথায় নিজেদের বৈশিষ্ট রাখতে হয়। গান, সুর, মিউজিক, আবহসঙ্গীতে কোন যন্ত্রের কি সুরে, কি ধরণের ভূমিকা থাকা উচিত এসব বিষয়ে সে মাষ্টার। এমন অলরাউণ্ড সঙ্গীতব্যক্তিত্ব বিরল।

রাগ-রাগিণীর মধ্যে তাঁর সব চেয়ে প্রিয় রাগ ভৈরবী। তাঁর ব্যাখ্যা, 'ভক্তি, প্রেম, করুণ সব রসের মিলনতীর্থ ভৈরবী। এই রাগটি সম্বন্ধে আমারর দুর্বলতা বরাবরের। সারা জীবন ধরে গাইলেও ও রাগের অন্তহীন ঐশ্বর্য শেষ হবার নয়।' শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চার অপরিহার্যতার সম্বন্ধে তিনি বলতেন, যে কোন শিল্পীকেই ভাল গান গাইতে হলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভিত্তিতে গলা তৈরী করে নিতে হয়। এখনকার তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী ভাল করে তৈরী হবার আগেই আসরে নেমে যান। আর রাতারাতি আসর মাত করার জন্য অসহ্য গিমিকের রাস্তায় খিচুড়ি গান পরিবেশন করেন। মানুষ এখন অস্থিরচিত্ত, মনসংযোগ করতে পারে না, তাই একটা সাময়িক উত্তেজনা দিয়েই নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। এই সিচুয়েশনকে এক্সপ্লয়েট করেই শিল্পীরা বাজার ধরতে চায়। এঁরা ভুলে যান যে পাশ্চাত্য সুরও শিক্ষাসাপেক্ষ। এমনকি শ্রোতা হওয়াও শিক্ষা বা ব্রেন-ট্রেনিং ছাড়া সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে বলতেন যে একবার দুর্গাপূজায় এক পূজাপ্রাঙ্গনে কৃষ্ণচন্দ্র দে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, বিজয়া প্রতিটি দিনের ভাবানুভুতি মূর্ত করে

তুলেছিলেন তাঁর সুশিক্ষিত, পরিশীলিত কণ্ঠে। অথচ তাঁর সামনে দশ বারোজন মাত্র শ্রোতা ছিল। ওই স্তরের শ্রোতাও সুলভ নয়।

আধুনিক বাঙলা গানের একটি পর্যায়ের সার্থক প্রতিভূ ধনঞ্জয়। স্বকালের যোগ্য প্রতিভূ হয়েও যে কয়েকজন শিল্পী অসাধারণ সৃজনী শক্তির সুবাদে কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, ধনঞ্জয় তাদের অন্যতম। জগন্ময়- হেমন্ত- ধনঞ্জয়ের মত কিংবদন্তী শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের প্রাক- মুহূর্তে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন গীতিকার- সুরকার, গায়ক- গায়িকাদের উপস্থিতি সত্বেও বাঙলা গানের ভুবনটি যে ক্লান্তিকর গতানুগতিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। বৈচিত্রহীন অচলায়তনে আঘাত হেনে গানের জগতে নূতন যুগে বসন্তবায়ু প্রবাহিত করলেন, জগন্ময়- হেমন্ত- ধনঞ্জয়। আমরা পেলাম নতুন আঙ্গিক, নতুন অলঙ্করণ, নতুন পরিবেশন প্রক্রিয়া।

কিন্তু কোন সাঙ্গীতিক বৈশিষ্টে অন্য পাঁচজন স্বনামধন্য শিল্পীর তুলনায় ধনঞ্জয় পৃথক? কোন গুণে তিনি অনন্য? বিদগ্ধ সঙ্গীতবোদ্ধা, বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার, শিল্পীরা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের গুনীজনেরা যা বলেছেন তার সারকথা হল, ধনঞ্জয়ের গানের প্রধান বৈশিষ্ট হল শ্রোতার মনে এক রোমাণ্টিক মাদকতার সঞ্চার করা। অসম্ভব মিষ্টি গলায় উদারা, মুদারা, তারায় অনায়াস সন্তরণের মাধ্যমে মোহনীয় মাদকতা সৃষ্টি করে শ্রোতাদের আক্ষরিক অর্থেই মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলতেন তিনি। স্বরক্ষেপণেও ছিল স্বকীয়তার সুস্পষ্ট ছাপ। এছাড়াও ছোট ছোট অতি সুক্ষ্ম কাজের সুস্পষ্ট বিভাজন, তান বিস্তারের অসাধরণ মুন্সিয়ানা, ওজনের ভারসাম্য এবং প্রত্যেকটি পর্দাকে ঠিক ঠিক ভাবে তুলে ধরাই ধনঞ্জয়ের অননুকরণীয় গায়নশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট।

গানে যদি শিল্পীর ব্যক্তিত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে না ঘটে তাহলে গান কখনই প্রাণ পেতে পারে না। এইক্ষেত্রে ধনঞ্জয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিটি গানেই ফুটে উঠেছে তাঁর সুশিক্ষিত, পরিশীলিত এবং সমুচ্চ সাংস্কৃতিক বোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর। একথা ঠিক যে রেকর্ড- কোম্পানীগুলির অনুরোধ- উপরোধে অনেক সময় অনিচ্ছা সত্বেও ধনঞ্জয় ‘শোন শোন কথাটি শোন’র মত হালকা চালের চটুল গান করেছেন, তবে তাঁর অধিকাংশ গানই কথায়, সুরে রীতিমত উচ্চমার্গের রীতিমত সুনির্বাচিত। সেসব গানে অনিবার্যভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধনঞ্জয়ের উপস্থিতি।

বেসিক ডিস্কের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের গানেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অন্য এক ব্যক্তিত্ব যা সংশ্লিষ্ট ছবির থীম, প্লট, চরিত্রচিত্রণ, নাটকীয় উত্থান- পতন এবং ড্রামাটিক রিলিফ বা নাটকীয় বিশ্রান্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। ছায়াছবিতে ধনঞ্জয় অধিকাংশ গানই করেছেন বিবেক অর্থাৎ চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে, ভিখারী, পাগল ইত্যাদি অতিগৌণ চরিত্রের মুখে। পরবর্তীকালে তিনি সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্মামী বিবেকানন্দের মত প্রাতঃস্মরণীয় সাধকদের গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্মামী বিবেকানন্দের ঐশী স্পর্শ যাতে গানে লাগে তার জন্য ধনঞ্জয় নিজেকে সাধনমার্গের পথিক করে তুলেছিলেন। তবে এটা ঠিক যে বিশেষ কোন চরিত্রের মুখে নয়, যাকে বলে ‘অফ ভয়েস’ সেই ধরণের গানে তিনি ছিলেন এক নম্বর।

তাঁর গায়নশৈলীর বৈশিষ্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মার্গসঙ্গীত ও লঘুসঙ্গীতের অনেক শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশনকালে এমনভাবে মুখ- বিকৃতি এবং অস্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালন করেন যা রসিক শ্রোতাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এই মুখবিকৃতি বা অস্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালন ধনঞ্জয়ের পরিবেশনায় একেবারেই ছিল না। গলা যখন পঞ্চমে বা সপ্তমে তখনও তাঁ চোখেমুখে বা শরীরে কোনরকম চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যেত না। কোনরকম অঙ্গভঙ্গী না করে তাঁর যে স্বরক্ষেপণ তা যে কোন শিল্পীর পক্ষেই আদর্শ হবার যোগ্য।

BANGLADARSHAN.COM

১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী ৪২ বছরের জীবনসঙ্গিনী রেখাদেবী বিদায় নেবার পর শরীরে ও মনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন ধনঞ্জয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে হয় প্রায় ৪০০, তারই সঙ্গে শরীরে বাসা বাঁধে আনুসঙ্গিক সব ব্যাধি। শুধু শারীরিক অসুস্থতা নয়, প্রচণ্ড মানসিক অবসাদ গ্রাস করে এই প্রাণোচ্ছল মানুষটিকে। কোন কাজেই উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। এমন কি গান-বাজনা শোনার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল অনীহা। হারমোনিয়াম অধিকাংশ সময়েই থাকে বাক্সবন্দী, ঢাকা খোলা হয় না তবলার, ধীরে ধীরে ধূলো জমতে থাকে তানপুরার তারে। ছাত্রছাত্রীদের গান শেখানোর কাজে অবশ্য ভাঁটা পড়েনি। এক্ষেত্রে একটা কথা অবশ্যই বলে নেওয়া দরকার যে তিনি গান শেখাতেন সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে। বলতেন – পেশাদার শিল্পী হিসেবে গান গেয়ে অবশ্যই টাকা নেব। কিন্তু ছেলেমেয়েদের গান শিখিয়ে রোজগার নৈব নৈব চ। ছাত্রছাত্রীদের গান শেখানোর সুবাদে গান গাইতেন অল্পস্বল্প। তাঁর অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় পান্নালাল ভট্টাচার্য, সনত সিংহ, সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ দত্ত, হীরালাল সরখেল, পিন্টু ভট্টাচার্য, সরোজ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলাল ভট্টাচার্য এবং দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। তবে এই তালিকার শীর্ষে যে পান্নালাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শেষজীবনে ঠাকুরঘরে বসে কখনও কখনও গান গাইতেন তন্ময়ভাবে। অথবা কোন বেদনার মুহূর্তে ধনঞ্জয় সুরের অঞ্জলি নিবেদন করতেন স্বর্গত সহধর্মিণীর উদ্দেশ্যে। কখনও বা সময় কাটাতেন বই পড়ে।

ছেলেরা ছিলেন, মেজো ছেলের স্ত্রী কঙ্কণা ছিলেন, একমাত্র নাতনী দীপাঙ্কনা ছিল। সকলেরই সদাসতর্ক লক্ষ্য ছিল, শরীরে মনে ক্লান্ত অবসন্ন মানুষটির দিকে। সেবা শুশ্রুষা আদরযত্নের কোন ত্রুটি ছিল না কোথাও। বিশেষ করে একমাত্র পুত্রবধূ কঙ্কণা কোন তুলনাই হয় না। তাঁর সেবাযত্নে মুগ্ধ ধনঞ্জয় বলতেন, পূর্বজন্মে মেয়েটা আমার মা ছিল। তা না হলে এত সেবা কি কেউ করতে পারে? সংসারের মধ্যে থেকেও ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন। নির্লিপ্ত নিরাসক্তি আচ্ছন্ন করে ফেলছিল তাঁকে। এমনই নিরানন্দে মরুভূমিতে নাতনি দীপাঙ্কনাই ছিল আনন্দে মরুদ্যান, জীবনের শেষ অক্সিজেন।

স্ত্রীকে চিরবিদায় জানাবার পর অবশ্য বেশিদিন বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি শরীরে মনে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া শিল্পীকে। পাঁচ বছরের মধ্যে চলে গেলেন তিনিও। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসবে যখন গান গাইতে যান তখন শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। ঐ দিনই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিলিপ্‌সের 'লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' বা 'সঁ এৎ লুমিয়ে'র উদ্বোধন করেন ধনঞ্জয়। শেষ অনুষ্ঠান ১৯৯২ এর মার্চ মাসে শ্রীরামপুরে ভক্তিমূলক গানের আসর। সেখান থেকে ফিরেই বেশী রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসা চলছিল বাড়ীতেই। ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে ডায়াবেটিক নেফ্রাইটিস। বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করা আর কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৮ ডিসেম্বর ভর্তি করতে হল উত্তর কলিকাতার একটি নার্সিংহোমে। শিল্পীকে সুস্থ করে তুলতে প্রাণপণ লড়াই শুরু করেন ডাক্তার ও নার্সেরা। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে গভীর কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে যান তিনি। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন টানা তিনদিন। অবশেষে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৯২ সন্ধ্যা সাতটার সময় জীবনদীপ নির্বাপিত হল বাঙলা গানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাধক-শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের।

পরের দিন শিল্পীর মরদেহ নার্সিংহোম থেকে নিয়ে আসা হয় হোটেল সিসিলে। রাজ্যের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট মানুষজন সহ অগণিত গুণমুগ্ধ ভক্তরা ছুটে আসেন তাঁদের মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ ধনঞ্জয়কে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে শ্রদ্ধা নিবেদনের পালা। এরপর শিল্পীর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় আকাশবাণী ভবন, রবীন্দ্রসদন, দুরদর্শন কেন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত শ্যামপুকুর বাটীতে। নিমতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ধীরে ধীর বৈশ্বানর গ্রাস করল তাঁর নশ্বর দেহ। পঞ্চভূতে বিলীন হলেন 'মা'য়ের আদরের সন্তান।

BANGLADARSHAN.COM

ধনঞ্জয়ের কণ্ঠেই শোনা মানবাত্মার অবিনশ্বরতার বাণী, ‘জনম মরণ পা ফেলা আর পা তোলা’। সেই চিরন্তন সত্য – ‘নয়তো শুরু আঁতুড় ঘরে, শেষ নয়তো চিতার পরে’। আজও তিনি আছেন, থাকবেন সঙ্গীতপ্রেমিক বাঙালীর অন্তরের রত্নসিংহাসনে। ধন্য ধনঞ্জয় – তুমি মৃত্যুঞ্জয়।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গানের তালিকা

বেসিক রেকর্ড ও ছায়াছবির গান

গানের প্রথম ছত্র	গীতিকার	সুরকার	ছবির নাম	রেকর্ড নং
অচেনা এক পাখী আমার খাঁচার ভিতর করে খেলা				
অন্তবিহীন এই	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		STHV-24293
অন্তরে অন্তরে থাকে যদি	সুনীল বরণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		SSEDE3097
অন্ন দে অন্ন দে গো	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়		BSP-CD-014
অবতার সার গোরা		রথীন ঘোষ		
অবেলায় হাট ভাঙলি	অমৃতলাল বসু	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani-04207
অলিরে ডাকে আজি	প্রণব রায়	সুধীরলাল চক্রবর্তী		GE 7123
অশ্রু যমুনা দুলে দুলে ওঠে				GE 7225
আকাশে মেঘ দেখে	সুনীল বরণ	নিখিল চট্টোপাধ্যায়		DGM-CD-1
আঁখির জলে ঝরে যায়	মিল্টু ঘোষ	ভি বালসারা	অঙ্গীকার	TPHV-28106
আজ কি রাত সো জানি			হিন্দী গান	GE 7813
আজা আগ লাগা দে			হিন্দি গান	SC 81
আজি পুলকিত ধরণী আনন্দে		রাইচাঁদ বড়াল	বিষ্ণুপ্রিয়া	VE 2589
আজও আমার মনকে দোলায়	অনিল ভট্টাচার্য	নির্মল ভট্টাচার্য		GE 7963
আনন্দ তোর হাসির	অজয় ভট্টাচার্য	রবীন চট্টোপাধ্যায়		TPHV28106 GE 7968
আপনাকে আপনি দেখ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	অনিল বাগচী	সাধক বামাক্ষ্যাপা	
আব তুম সে হো গয়া প্যার				GE 7915
আমার একলা ঘরের প্রদীপখানি	অজয় ভট্টাচার্য	শৈলেশ দত্তগুপ্ত		JNLXC-235
আমার কিসে ভাল	সুবোধ পুরকায়স্থ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		SWC-2015
আমার গৌরীরে লয়ে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	অনিল বাগচী		S/SLDE 110
আমার ঘর জুড়ে তুই	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রেডিও গান	
আমার ঘুম ভাঙালে ভোরের পাখী	অনিল ভট্টাচার্য	নির্মল ভট্টাচার্য		
আমার জীবনের সারথি	অরুণ ইন্দু		সঙ্গীতাঞ্জলি	

BANGODARSHAN

আমার দোতারাটা নিয়ে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		EBI-0322-0118
আমার পরিণামে কি হবে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani 7268
আমার পাগলা বাবা	স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ	দেবেশ বাগচী	পাগল ঠাকুর	
আমার মা ত্বং হি তারা	প্রচলিত	প্রবীর মজুমদার	ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ	
আমার মাইনে বিনে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani 7268
আামার মায়ের নামটি দয়াময়ী	প্রণব রায়	অনিল বাগচী	দেবীতীর্থ কামরূপ	STHV-28006
আমার শ্যামা মায়ের	রামপ্রসাদ সেন	প্রবীর চট্টোপাধ্যায়	মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ	2722-C-375
আমার হু হু করে বুক	সুনীল বরণ	নিখিল চট্টোপাধ্যায়		GE 25259
আমারে আঁকিয়া রেখো	তড়িত কুমার ঘোষ	কালীপদ সেন	তরুণের জয়	GE 7385
আমায় করুণা কর মা	স্বামী তপানন্দ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani-04027
আমায় ছুঁয়ো না শমন	রামপ্রসাদ সেন	উমাশঙ্কর	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	GE 30273
আমায় তুমি ভুলতে পার	অনিল ভট্টাচার্য	নির্মল ভট্টাচার্য		STHV-24393
আমায় দে মা তবিলদারী	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
আমায় দে মা তবিলদারী	রামপ্রসাদ সেন	প্রবীর চট্টোপাধ্যায়	মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ	2722-C-375
আমি আঙুল কাটিয়া	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নচিকেতা ঘোষ	নবজন্ম	GE 30348
আমি আছি বলে দুঃখ পাও তুমি	নজরুল ইসলাম	চিত্ত রায়		GE 7824
আমি কেন চরণ পেলাম না	চণ্ডীদাস বসু	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		PRM-017
আমি কোন গুণে বল	অভয়পদ চৌধুরী	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	রেডিও	
আম গড়ি ত্রিগুণা রাধা	হীরেন বসু	অনুপম ঘটক	একতারা	TPHV -28106
আমি চেয়েছি তোমায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়		GE24807
আমি তাই অভিমান করি	রামপ্রসাদ সেন	বিশু মুখোপাধ্যায়		Gathani-04027
আমি তো চলিলাম সখী	শৈলেন রায়	শৈলেশ দত্তগুপ্ত	JNLXC-212	SC45
আমি তোমাদের মাঝে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	অডিও নাই	
আমি প্রেমের সাথে প্রেম করেছি	দীপক ভট্টাচার্য	জানা নেই		
আমি যদি চাতক হই	সুবীর হাজরা	সুধীন দাসগুপ্ত		STHV-24393
আমি যদি চাতক হই	গিরীশ চক্রবর্তী	গিরীশ চক্রবর্তী	রক্তের টান	
আমি যে হারানোর দলে	গিরীণ চক্রবর্তী	গিরীণ চক্রবর্তী	রক্তের টান	GE 7760
আমি সাধে কি শ্রীরামকৃষ্ণ	অক্ষয় কুমার সেন	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		EBI-0322-0118
আর অনুনয় করিবে না	নজরুল ইসলাম	দুর্গা সেন		GE 7824

BANGLADARSHAN.COM

আরো একটুখানি না হয় থাকতে	চারু মুখোপাধ্যায়	সত্য চৌধুরী	অদৃশ্য মানুষ	TPHV -28106
আয় ওরে আয় এ আলোর দেশে				
আয় ওরে আয় বড় অভিমানী			বিলে নরেন	J-518
আয় মন বেড়াতে যাবি	রামপ্রসাদ সেন	প্রবীর চট্টোপাধ্যায়	মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ	HINDUSTHAN 2722-C375
আশা পাখী মোর	শৈলেন রায়	হিমাংশু দত্ত		MEGAPHONE 212
ইচ্ছাময়ী তারা তোর	প্রাচীন	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	যত মত তত পথ	
উঠ গো করুণাময়ী	রামলাল দাসদত্ত	প্রবীর মজুমদার	ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ	
উৎসব রাতি শেষে	দিলীপ সরকার	দিলীপ সরকার		S/SEDE 3145
উমা কাঁদে মা মা বলে	প্রণব রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	মামলার ফল	GE 30337
এ আবার কোন খেলা	স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ	দেবেশ বাগচি	পাগল ঠাকুর	
এ আলোতে তোমার আলো	অজয় ভট্টাচার্য	অনল চট্টোপাধ্যায়		
এ জীবনে যেন আর	প্রণব রায়	কমল দাসগুপ্ত		SC 68
এ জীবনে শুধু	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani 167
এ নহে আমার	প্রণব রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়		JNLXC-212
এ নহে মোর গান				গোপাল দত্ত
এ পথ কুহেলী	অনল চট্টোপাধ্যায়	অনল চট্টোপাধ্যায়		
এ মায়া প্রপঞ্চময়	অহিভূষণ	কালীপদ সেন	৭৪॥	GE 30265
এ সংসারে ডরি ডাকে	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
এই ঝির ঝির বাতাসে	সুধীন দাসগুপ্ত	সুধীন দাসগুপ্ত		GE 24842
এইটুকু এই জীবনটাতে	সুবীর হাজরা	সুধীন দাসগুপ্ত		STHV-24393
এই দুনিয়া এক	সত্যবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		45GE25411
এই ভবের নাটে দেখছি		রবীন চট্টোপাধ্যায়	মহানিশা	GATHANI 167
এই ভালবাসা বুক ভরা				
একটি ফাগুন খুঁজিয়া				
একটি সেতুর বাঁধন	তড়িত ঘোষ	অনুপম ঘটক		GE 7409
একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি	পীতাম্বর দাস বাউল	দেবেশ বাগচী	বিপ্লবী ক্ষুদিরাম	TPHV -28106
এতটুকু আমি কতটুকু পারি দিতে	সুনীল বরণ	নিখিল চট্টোপাধ্যায়		GE 25259
এত যে গান শোনালাম		অনল চট্টোপাধ্যায়		Gathani-167
এত যে ডাকছি তোরে	প্রচলিত	রথীন ঘোষ	মহাতীর্থ কালীঘাট	
এবার কালী তোমায় খাব	রামপ্রসাদ সেন	প্রবীর চট্টোপাধ্যায়		2722-C-375

BANGODARSHAN.COM

এবার নীরব করে দাও	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		STHV 24050
এবার বড়ই দুঃখ		ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	অডিও নাই	
এমন দিন কি হবে মা তারা(১)	রামপ্রসাদ সেন	প্রবীর চট্টোপাধ্যায়	মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ	2722-C-375
এমন দিন কি হবে মা তারা(২)	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
এমন মধুমাখা হরিনাম	স্বামী সচ্চিদানন্দ	রাইচাঁদ বড়াল	ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	
এমন মধুর ধ্বনি	সুনীল বরণ	সুধীন দাসগুপ্ত		STHV-24393
এমন মা কোথায় খুঁজে	সুনীল বরণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		BSP-CD-014
এলি কি গো কৈলাসেশ্বরী	রসিক চন্দ্র রায়	অনিল বাগচী		TPHVS-842711
এলো গিরি নন্দিনী	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	অনিল বাগচী		TPHVS-842711
এসেছিস মা থাক না	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		TV-1982
এসো এসো বঁধু	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়		রেডিও
ঐ কুর কুর মিষ্টি কি সুর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দেবেশ বাগচী		DCM 002 GE 24696
ও আমার গান		প্রফুল্ল ভট্টাচার্য নির্মল ভট্টাচার্য	শ্বশুর বাড়ী	GE 30267
ও আমার জন্মভূমি মা				
ও তুই ঘুমের ঘোরে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বাদশা	STHV 24241
ও তোর ছেলে কাঁদে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নচিকেতা ঘোষ	ছোট্ট জিজ্ঞাসা	
ও দয়াল গো	শ্যামল গুপ্ত	অনিল বাগচী	বড়দিদি	TPHV 28106
ও মন দয়াল হরির ডাক এসেছে			ঠাকুর শ্রীশ্রী হরিদাস	
ও মা কেমন করে হরের	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	অনিল বাগচী	বড়দিদি	SEDE 3097
ও মা আমি কে	সুনীল বরণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	জয় মা তারা	
ও মোর চাঁদ বদনী	প্রচলিত	কমল দাসগুপ্ত	গোবিন্দদাস	TPHV 28106
ও শাওন দোলে	শ্যামল গুপ্ত	দক্ষিণামোহন ঠাকুর	আবু হোসেন	
ওগো ও জননী	শৈলেন রায়	হিমাংশু দত্ত		JNLXC 212
ওগো গুণীজন বাজাও শুনি	অনিল ভট্টাচার্য	নির্মল ভট্টাচার্য		GE7765
ওগো মা আমার রাজার মেয়ে	নারায়ণ পাত্র	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani 04027
ওগো সুচরিতা	সুধীন দাসগুপ্ত	সুধীন দাসগুপ্ত		GE 25109
ওরে আজ বাঁধন ছেঁড়ার লগ্ন			দেবী চৌধুরাণী	GE 7530
ওরে ও পথের বাউল		সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	আদ্যশক্তি মহামায়া	
ওরে কৃষ্ণ যে সেই কালী	অনিল ভট্টাচার্য	সুব্রত মুখোপাধ্যায়		EBI-0322-

BANGLADARSHAN.COM

				0118
ওরে দেখ রে ভিখারী চেয়ে	বিহারীলাল সরকার	অনিল বাগচী		S/SLDE 110
কত গান আজ মনে				GE 7123
কত গান মনে মনে আছে বাকী	অনিল ভট্টাচার্য	সুধীরলাল চক্রবর্তী		
কতদিন দেখা হয়নি	শ্যামল গুপ্ত	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়		STHV 24240
কথা দিলাম চেয়ে নেব				GE 24728
কবি সবার কথা কইলে	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম		Gathani 167
কবির খেয়ালে প্রেমময় তুমি	শ্রী আনন্দ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		STHV 842427
কবে কৃষ্ণধন পাব	প্রণব রায়	চিত্ত রায়	বীর হাম্বির	
কুমুদী গো চেন মোরে				GE 7716
কুসুম যেমন ঐ মধুকরে	অরূপ ভট্টাচার্য	প্রফুল্ল ভট্টাচার্য		GE 24868
কাছে আসো নাই তবু	সুবোধ পুরকায়স্থ	শৈলেশ দত্তগুপ্ত		GE 7507
কাছে এলে যবে	সুবোধ পুরকায়স্থ	শৈলেশ দত্তগুপ্ত		JNLXC 235
কাজ কি আমার কাশী	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
কাঁটার আঘাতে ছিন্ন চরণে রক্ত ঝরে		রবীন চট্টোপাধ্যায়	সবার উপরে	
কাল সারারাত চোখে ঘুম ছিল না	সুনীল বরণ	অনল চট্টোপাধ্যায়		45 GE 25350
কালী গুণ গেয়ে	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
কালী ভয়ঙ্করী রূপ ধরে	মাখন গুপ্ত	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani 04027
কালী সব ঘুচালি ল্যাঠা	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	অনিল বাগচী	সাধক কমলাকান্ত	BSP-CD-014
কালীনাম গাইব মাগো	যুগল কিশোর ঘোষ	অনিল সেনগুপ্ত		Gathani 7268
কালীনাম জপ কর কৃষ্ণের বাঁশী	ভবা পাগলা	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
কালীনাম জপ খালি নাম জপ	সুনীল বরণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
কালীনাম যে শুনেছে				BSP-CD-019
কালো রাতের কালনাগিনী	প্রেমেন্দ্র মিত্র	কালীপদ সেন	নূতন খবর	GE 7383
কাহারে খুঁজিস মিছে			নূতন খবর	GE 7383
কাহে হুয়া নাদান	প্রচলিত	পঙ্কজ মল্লিক	কস্তুরী	N 50866
কি আগুন লাগলো ঘরে				Gathani 04056
কি ছাঁদে বেঁধেছ	বিজয় গুপ্ত	প্রফুল্ল ভট্টাচার্য		STHV-842427
কি দিয়ে করিব পূজা	প্রণব রায়	অনিল বাগচী	সাধক বামাক্ষ্যাপা	SWC 2015
কি বলে ডাকি তোরে মা	কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী	নিখিল চট্টোপাধ্যায়		Gathani 04027
কি হবে ফুলের তোড়া	সুনীল বরণ	সুকুমার মিত্র		

BANGLADARSHAN.COM

কি হবে ফুলের তোড়া ফুলের মালা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	কালীপদ সেন	নূতন খবর	GE7383
কে জানে মা তব মায়া	প্রচলিত	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
কে তীরন্দাজ এই দুনিয়ায়	প্রণব রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	সাহেব বিবি গোলাম	
কে দেখেছে ভগবান	চণ্ডিদাস বসু	অনিল বাগচী	বীরেশ্বর বিবেকানন্দ	
কে বলে গান্ধী নাই	শৈলেশ রায়	সুবল দাসগুপ্ত		GE 7225
কে বলে পাষাণী তুই	প্রণব রায়	অনিল বাগচী	দেবীতীর্থ কামরূপ কামাক্ষ্যা	
কে বলে মা দয়াময়ী		তরুণ রঞ্জিত	প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ	
কে বানাইল রে নদী	প্রাচীন	সুরেন চক্রবর্তী	কবি চন্দ্রাবতী	
কে যায় নদীয়ার পথে		রথীন ঘোষ	নিত্যানন্দ মহাপ্রভু	
কেন দিলে এ কাঁটা	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম		EALP-1300
কেন দিলে এত গান		সুবল দাশগুপ্ত		SC17
কেন দোলা দিয়ে সরে যাও		রবীন চ্যাটার্জী	বাঁকালেখা	GE 7440
কেন পত্র ব্যথা বাজে	হীরেন বসু	অনুপম ঘটক	একতারা	
কেন মাগো পালিয়ে বেড়াস	প্রচলিত	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
কেন মায়ার জালে জড়িয়ে আছিস	প্রণব রায়	গোপেন মল্লিক	পরাধীন	GE 30323
কেবল আশার আশা ভবে আশা	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
কেবা জানতে পারে গুণ	প্রাচীন	বিশু মুখোপাধ্যায়		EBI-0322-0118
কেমনে পোহাবে বল	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		TV- 1982
কেমনে মা ভুলেছিলি	রাজকৃষ্ণ ঘোষ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		TPHVS-842711
কেউ ভোলে কেউ ভোলে না	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম		EALP-1300
কোথা তুমি ওগো বিদ্যাসাগর	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
কোথা যেন ভাসে	প্রবীর মজুমদার	প্রবীর মজুমদার		STHV24240
কোথা যে কার ভুল হল				
কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান				
কোথায় পাব তারে		কালীপদ সেন	কুয়াশা	GE 7674
কোন অভিমানে রয়েছে ছড়ানো	মৃগাঙ্ক মৈত্র	সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়		
কোন গুণে তুই গুণময়ীর	প্রণব রায়	অনিল বাগচী	বামাক্ষ্যাপা	GE 30405
কোন হিসাবে হরহৃদে	প্রচলিত	অনিল বাগচী	রাণী রাসমণি	STHV24241

BANGLADARSHAN.COM

কোলে তুলে নে মা কালী	সুনীল বরণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		BSP-CD-019
খুলে দে মা চোখের তারা	মাখন গুপ্ত	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
খুঁজে খুঁজে পরশমণি	শ্যামল গুপ্ত	অনল চট্টোপাধ্যায়		Gathani-167
গঙ্গাজলে অঙ্গ ধুয়ে	চণ্ডীদাস বসু	চণ্ডীদাস বসু		SWC 2015
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি	মদন মাষ্টার	অনিল বাগচী	রাণী রাসমণি	STHV 24241
গলে গলে			হিন্দী গান	GE 7813
গান গেয়ে ফিরে গেছি	কানুরঞ্জন ঘোষ	সুধীন দাসগুপ্ত		GE 24842
গানের ঝরণাতলায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		STHV24051
গুরু কোই রইলা মোর বাঁচিনা প্রাণে				
গুরু হরি হরি গুরু জপ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
গোরখ জাগাই			গোবিন্দদাস	GE 30334
ঘুমায়ে পড়েছে চাঁদ	প্রণব রায়	সুবল দাসগুপ্ত		NG 256 JNLXC-212
ঘুমায়ে রয়েছে প্রিয়তমা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বিশ্বনাথ মৈত্র		GE 7716
চন্দ্রমৌলি দেবাদিদেব				
চলে শ্রীমতী শ্যাম অভিসারে	পবিত্র মিত্র	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
চাঁদ কয়েছিল	নরেশ্বর ভট্টাচার্য	শৈলেশ দত্তগুপ্ত		JNLXC-235
চাঁদ কি ভুলেও ভুলেছে	শ্যামল গুপ্ত	প্রফুল্ল ভট্টাচার্য ও নির্মল ভট্টাচার্য	শ্বশুর বাড়ী	GE 30268 TPHV28106
চামেলী মেল না আঁখি	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রতু মুখোপাধ্যায়		STHV-842427
চার দিনের এই মেলা	প্রণব রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	ফল্গু	TPHV-28106
চিন্তাময়ী তারা তুমি	রামপ্রসাদ সেন	বিশু মুখোপাধ্যায়		
চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম		STHV-24198
চিরদিন তুমি সুখে থাক				GE 24728
চেন চেনা মুখ সারি সারি	সুনীল বরণ	সুধীন দাসগুপ্ত		STHV24393
চোখ গেল চোখ গেল	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম		DGM-202
চোখে চোখে চেয়ে	শ্যামল গুপ্ত	নিখিল চট্টোপাধ্যায়		GE 25327
ছিল যে আঁখির আগে	প্রণব রায়	সুবল দাসগুপ্ত		NG 256
জগতের নাথ কর পার হে	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম		
জনম মরণ পা ফেলা আর	সজনীকান্ত দাস	কালীপদ সেন	মেজদিদি	TPHV28106
জননী পদ পঙ্কজ দেহি	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
জবাব নেই নেশার ঘোরে	সুনীল বরণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
জল ভরো কাঞ্চন কন্যা জলে দিয়া মন	সুনীল বরণ	সুধীন দাসগুপ্ত		STHV 24293
জয় নিত্য সত্য শিব সুন্দর	অমল দত্ত	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	বেহুলা লখীন্দর	

BANGODARSHAN.COM

জয়া বল গো পাঠানো হবে না	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
জাগো গো জাগো জননী	মুকুন্দদাস	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	চারণকবি মুকুন্দদাস	
জাগো মা কুল কুণ্ডলিনী			বীরেশ্বর বিবেকানন্দ	PRM-017
জাগো শুভঙ্করী জাগো মা	বিশ্বপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani 7268
জানিনা গো যদি তোমায় পেতাম	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দেবেশ বাগচী		GF24969
জানিনা জানিনা তারা	সুনীল বরণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
জানিনে না মা বেদবেদান্ত				SWC 2015
জীব সাজ সমরে				BSP-CD-019
জীবন পারাবারের মাঝি	শৈলেন রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	বাবলা	TPHV28106
জীবন যেন খেলার পুতুল	অমিয় দাসগুপ্ত	অনল চট্টোপাধ্যায়		
ঝনানা ঝনানা বাজে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী		STHV24240
ঝির ঝির ঝির বরষায়	বিমল ঘোষ	সলিল চৌধুরী	পাশের বাড়ী	TPHV 28106
ঠাকুর পড়ে কি না পড়ে মনে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে	কুবীর	প্রবীর মজুমদার	ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ	
ডুব দে রে মন কালী বলে	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
ঢেউ দিল কে গো আজ	শ্যামল গুপ্ত	বিশু মুখোপাধ্যায়		STHV24240
তখনো ওঠেনি তারা	প্রণব রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়		JNLXC-212
তগ্‌দির লিখে গেল			আবু হোসেন	GE30258
তন্দ্রা এলো বলো জাগি কেমন করে	দিলীপ সরকার	দিলীপ সরকার		STHV-842427
তারকব্রহ্ম তারকনাথরে	প্রচলিত	প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়		
তারা কোন অপরাধে	নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
তারা নামের ধারায়				BSP-CD-014
তিলেক দাঁড়া ওরে শমন	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	M-42014
তুই ছাড়া আর কার উপরে				SWC 2015
তু ঢুঁড়তা হ্যায় জিসকো	পণ্ডিত ভূষণ	পঙ্কজ মল্লিক	মহাপ্রস্থানের পথে	VE 2581
তুমি একবার শুধু আসবে	অরূপ ভট্টাচার্য	চিত্ত রায়		GE 7897
তুমি গাঁথবে যখন আমার মালা	অনিল ভট্টাচার্য	নির্মল ভট্টাচার্য		
তুমি গোকুলপতি শ্যাম			দেবী মালিনী	
তুমি চলে গেছ কত অভিমান	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
তুমি দেখেছ কি ভগবানে	চণ্ডীদাস বসু	অনিল বাগচী	বীরেশ্বর বিবেকানন্দ	

BANGODARSHAN.COM

তুমিই তো মা ছিলে ভুলে	গিরীশ চন্দ্র ঘোষ	অনিল বাগচী		TPHVS-842711
তুমি নাহি দিলে দেখা	বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		EBI-328-0118
তুমি কি ফিরাবে শূন্যহাতে	প্রণব রায়	সুবল দাসগুপ্ত		JNLXC-212
তুমি বুদ্ধ তুমি যীশু	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
তুমি সত্য তুমি শিব	মিল্টু ঘোষ	অজিত ঘোষ		DND 105
তোমার আমার প্রথম দেখার ক্ষণে	প্রণব রায়	সুবল দাশগুপ্ত		GE 7349
তোমার আরতি আমার জীবন				
তোমার চরণচিহ্ন ধরে	অনিল ভট্টাচার্য	নির্মল ভট্টাচার্য		STHV-24240
তোমরা কি কেউ বলতে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
তোমার ভাল লাগাতে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রতু মুখোপাধ্যায়		STHV-24393
তোমারে যে ভালবাসি	অনিল ভট্টাচার্য	নির্মল ভট্টাচার্য		GE7765
ত্রিনয়নী দুর্গা মা তোর	বিমল ঘোষ	রাজেন সরকার	ঢুলী	STHV-28006
ত্রিভুবন জয় করিয়া রাবণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		GE 25254
থির হয়ে তুই বস দেখি মা	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		GE 25254
দয়াময়ী ওমা তারা	সূর্য কুমার বসু	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani 7268
দাঁড়াও না দোস্ত	প্রেমেন্দ্র মিত্র	রবীন চট্টোপাধ্যায়		DGM-CD-1
দিগবসনা মুণ্ডমালী	যুগল কিশোর ঘোষ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		BSP-CD-019
দিল ওয়ালে দিল গির	পণ্ডিত ভূষণ	পঙ্কজ মল্লিক	মহাপ্রস্থানের পথে	VE 2581
দিল কে ধরকন ঢুঁড় রহা হ্যায়		সুবল দাশগুপ্ত	হিন্দীগান	GE 7367
দিল হারা কোন দিল পিয়াসী			লেডিস সীট	VE 2585
দুটো মিষ্টি কথা	শান্তি ভট্টাচার্য	দেবেশ বাগচী		STHV-24240
দো বুঁদ সহি তুম ওহি বহা দেনা		সুবল দাশগুপ্ত	হিন্দীগান	GE 7367
দোলে কুন্দ কুসুম দোলে				GE 7897
দোলে শাল পিয়ালের বন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শ্যামল মিত্র		STHV-842427
দোষ কি বল সত্যি কথা	শান্তি ভট্টাচার্য	দেবেশ বাগচী		
নদে টলমল করে			মহাকবি গিরীশচন্দ্র	GE 30329
নব ঘন সুন্দর শ্যাম	শৈলেন রায়	হিমাংশু দত্ত		JNLXC-212
নবাব বাদশা	সুনীল বরণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		45 GE 30329
নয়নে তার ভোমরা কাজল কালো	বিমল ঘোষ	সলিল চৌধুরী	পাশের বাড়ী	STHV-24241
না খেয়ে দিন যায় যে কেটে	পঞ্চানন দাস	অনিল সেনগুপ্ত		
না জানিয়ে এসেছিলাম	দীপক ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
না ধরা দেবার ছলে		অনুপম ঘটক	আত্মদর্শন	GE 7409
নাই মা আমার পারের কড়ি	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রথীন ঘোষ	মহতীর্থ কালীঘাট	
নাই বা ঘুমালে প্রিয়	প্রণব রায়	সুবল দাসগুপ্ত		

BANGLADARSHAN.COM

নিতান্ত যাবে এ দিন	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
নিবিড় আঁধারে মা তোর	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
নিভৃত প্রাণের দেবতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
নিশীথ স্বপনে	প্রণব রায়	কমল দাশগুপ্ত		SC 74 JNLXC-235
নূপুর দিয়ে বাঁধলে চরণ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	নচিকেতা ঘোষ		DGM-CD-003
পঞ্চবটীর পাতায় পাতায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani-04027
পঞ্চমে সুর বাঁধিনি			বালক গদাধর	PRM-017
পরখ যদি নিতে চাস	প্রণব রায়	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	আদ্যাশক্তি মহামায়া	
পর জনমে তোমারে পাব জানি	রামকৃষ্ণ চন্দ	অসিত বরণ		GE 7454
পথের দিশা বলে দে	প্রণব রায়	অনিল বাগচী	দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা	
পান দিলাম আলতা দিলাম	শান্তি ভট্টাচার্য	দেবেশ বাগচী		Gathani-04049
পাছে পথ চাওয়া ভোলে আঁখি	সুবোধ পুরকায়স্থ			GE24672
প্রভু তোমার তরে জেগে	অরুণ ইন্দু			
প্রিয়া রূপে অনুভব			বিষ্ণুপ্রিয়া	VE 2585
প্রেম করা কি জ্বালা	বিধায়ক ভট্টাচার্য	অনিল বাগচী	অসমাপ্ত	GE 30327
প্রেমের নিখিলে আলো আঁধারের	শৈলেন রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়		
ফিরে আয় ফিরে আয়	শৈলেন রায়	রাজেন সরকার	আমি বড় হবো	GE 30381
ফিরে চাও গো উমা	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য			TV-1983
ফিরিয়ে নে তোর বেদের	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani-7268
ফুল গো তোমারে ছুঁয়ে	বীরেন দাসগুপ্ত	প্রফুল্ল ভট্টাচার্য		GE 24868
ফুলেরি সাজ পরেছ আজ	সুধীন দাসগুপ্ত	সুধীন দাসগুপ্ত		STHV24393
বড় জব্দ হয়েছি মাগো	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
বড় ধূম লেগেছে	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	অনিল বাগচী	সাধক বামাক্ষ্যাপা	
বন্ধুরে তুমি বিহনে বন্ধু	প্রণব রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শিল্পী	GE 30347
বনের জবা অনেক তো হল	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani-7268
বন্দে সৃষ্টি স্থিতি	প্রচলিত	রথীন ঘোষ	মা ছিন্নমস্তা	Gathani-04007
বরষ ফুরায়ে গেল	প্রণব রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার	
বল বল নিরুপমা	শৈলেন রায়	সুবল দাশগুপ্ত		SC 26

BANGLADARSHAN.COM

		শৈলেশ দত্তগুপ্ত		
বলেছিল কি যেন নাম তার	প্রবোধ ঘোষ	অনল চট্টোপাধ্যায়		STHV-24393
বহুজনার মাঝে মাগো	ভবা পাগলা	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		BSP-CD-019
বাঙলার মেয়ে বাঙলারই				DGM-CD-003
বাজবে গো মহেশের বুকে	রামপ্রসাদ সেন	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		BSP-CD-019
বাবা লোকনাথ	জয়ভূষণ রায়	অজিত ঘোষ	ধন্য ধন্য লোকনাথ	
বাসরের দীপ আর আকাশের	গৌরীপ্রসন্ন মজুমাদার	প্রফুল্ল ভট্টাচার্য		STHV-842427
বাহিরে নয় আমার	প্রেমেন্দ্র মিত্র	কালীপদ সেন	কুয়াশা	GE 7674
বিদায় দিতে যে পারিব না	তড়িত ঘোষ	সুধীরলাল চক্রবর্তী		GE 1758
বিরহ বাঁশরী	সুবোধ পুরকায়স্থ	শৈলেশ দত্তগুপ্ত		JNLXC-236
বিশ্ব বীণায় নিতি ওঠে ঝঙ্কার	প্রণব রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	ফল্গু	GE 30299
বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		DGM-CD-003
বেভুলরে তোর কাঁদন বিফলে যায়	পরিমল ভট্টাচার্য	অনুপম ঘটক	নাগর দোলা	GE 30331
বোঝাবো মায়ের ব্যথা	গিরীশ চন্দ্র ঘোষ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		TPHVS-842711
ভজলে ভজলে			তুলসী ভজন	GE 24009
ভাই এর দোরে ভাই কেঁদে যায়	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম		
ভাঙনের তীরে ঘর বেঁধে	প্রণব রায়	রাজেন সরকার	ঢুলী	TPHV 28106
ভাল বেসেছিনু		সুবল দাশগুপ্ত		SC 77
ভালো তো লাগে না আর				DGM-CD-1
ভালোবাসার এমন গুণ	সুনীল বরণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		DGM-002
ভালোবাসা যদি অপরাধ				
ভালো বাসলাম বলে	শৈলেন রায়	শৈলেশ দত্তগুপ্ত		JNLXC-212 SC45
ভাল বেসেছিনু ভুলোনা	সুবোধ পুরকায়স্থ	শৈলেশ দত্তগুপ্ত		JNLXC-235
ভুল করে তুই চিনলি না রে	শৈলেন রায়	সুবল দাশগুপ্ত	শহর থেকে দূরে	SC 52
ভুল ভেঙ্গে যাবে যবে				GE 7507
ভুলটাই অন্তরে			পলাতকা	GE 7919
ভুলিতে দিব না যাদের	প্রণব রায়	সুবল দাশগুপ্ত		STHV-842427
ভুলিব না আমি	বিনয় দাসগুপ্ত	সুবল দাশগুপ্ত/শৈলেশ দত্তগুপ্ত		SC 74
ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়	প্রচলিত	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়		2722-C-375
মধু রাতের মধুমায়া			পলাতকা	GE 7920
মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া	রামপ্রসাদ সেন	উমাশঙ্কর	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	GE 30273

BANGODARSHAN.COM

মন গরীবের কি দোষ	রামপ্রসাদ সেন	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani-04027
মন চল নিজ নিকতনে	অযোধ্যনাথ পাকড়াশী	রাইচাঁদ বড়াল	স্বামীজী	GE 7561
মন চাহে মোর নিরালা স্বপন		সুধীরলাল চক্রবর্তী		GE 1758
মন যাহারে চায় গো		কালীপদ সেন	বৈকুণ্ঠের উইল	GE 7698
মন হারালে কাজের গোড়া	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
মনরে কৃষি কাজ জান না	রামপ্রসাদ সেন	উমাশঙ্কর	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	GE 30272
মনরে তারে বাঁধবি	শৈলেন রায়	হিমাংশু দত্ত		JNLXC-212
মনে মনে আঁকা		এস দেবচৌধুরী	মায়ের ডাক	GE 7390
মনের মত পাগল	স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ	দেবেশ বাগচী		STHV28006
মন্দিরেতে মানত করিস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	আঁধার সূর্য	
মম কাননে যে ফুল	শৈলেন রায়	সুবল দাশগুপ্ত শৈলেশ দত্তগুপ্ত		SC 26
মমতা মধুর	শৈলেন রায়	অনুপম দত্ত	বাঙলার বধূ	DGM-CD-003
মরলেম ভূতের বেগার খেটে	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
মহুয়ার মধু মানি মিষ্টি	শান্তি ভট্টাচার্য	দেবেশ বাগচী		GE 24627
মা, ও তারা শঙ্করী			রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	GE 30272
মা কি কভু ভুলে				BSP-CD-019
মা তুমি আর কি করিবে	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
মা মা বলে আর ডাকব না মা	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
মা বলে কাঁদিলে ছেলে	বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
মা হওয়া কি মুখের কথা	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
মা হারা তুই				BSP-CD-019
মাকে ডেকে কি হবে	নারায়ণ পাত্র	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani-04027
মাগো একটু সময় কোল				
মাগো চুপি চুপি বলব কিছু	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani 7268
মাগো ছিলাম ভালো জননী গো	অম্বিকাচরণ গুপ্ত	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		TPHVS-842711
মাগো তারা ও শঙ্করী	রামপ্রসাদ সেন	উমাশঙ্কর	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	STHV-28006
মাগো না চাইতেই কেন আমায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani 7268

BANGLADARSHAN.COM

মাগো বড়ই দুঃখ পেয়েছি	চণ্ডীদাস বসু	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		BSP-CD-014
মাগো বলিস দুদিন থাকতে হেথায়	প্রাচীন	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		TPHVS 842711
মাগো মরি আমি এই মন দুখে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
মাগো শ্মশান তো ভালবাসিস	অশ্বিনী কুমার দত্ত	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani-04027
মাগো সত্যি করে বল	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
মাটি দিয়ে তৈরী নাকি	যুগলকিশোর ঘোষ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
মাটিতে জন্ম নিলাম	প্রবীর মজুমদার	প্রবীর মজুমদার		STHV842427
মাটির এ খেলা ঘরে	প্রণব রায়	সুবল দাসগুপ্ত	আলেয়া	DGM-CD-1
মাধব বহুত মিনতি করু তোয়	বিদ্যাপতি	রাইচাঁদ বড়াল	বিষ্ণুপ্রিয়া	
মাধবীর কুঞ্জে মৌমাছি গুঞ্জে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নচিকেতা ঘোষ	অর্দ্ধাঙ্গিনী	GE 30308
মালঞ্চে মোর ফুল	ফণী গঙ্গোপাধ্যায়	সত্যজিত মজুমদার		CDNF-143121
মালা দেবার সাথে	প্রফুল্ল ভট্টাচার্য	নির্মল ভট্টাচার্য	শ্বশুর বাড়ী	GE 30268
মায়ের মুক্তি গড়াতে চাই	রামপ্রসাদ সেন	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		SWC 2015
মুক্ত কর মা মুক্তকেশী	রামপ্রসাদ সেন	অনিল বাগচী	সাধক বামাক্ষ্যাপা	GE 30405
মুক্তি আমি চাই নে শ্যামা	সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
মেঘ মেদুর ওই	পবিত্র মিত্র	প্রফুল্ল ভট্টাচার্য		STHV24240
মোর জীবনের দুটি রাতি	প্রণব রায়	কমল দাশগুপ্ত		SC 68
মোর বিদায় বেলার	প্রণব রায়	কমল দাশগুপ্ত		SC 50 DGM-002
মোদের গান্ধী নাই	শৈলেন রায়	সুবল দাসগুপ্ত		GE 7225
ম্যায় গোকুলকা হুঁ গোয়ালা			হিন্দি গান	GE 7915
যত নাহি পাই দেবতা তোমায়	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম		
যতনে হৃদয়ে রেখো	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	অনিল বাগচী	রাণী রাসমণি	GE 30287 STHV-28006
যদি চাঁদ ডুবে যায় তো	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নচিকেতা ঘোষ		45GE 25395
যদি ভুলে যাও মোরে	প্রণব রায়	সুবল দাশগুপ্ত		NG 256
যদি লাজে দুটি ঝিনুক	অমিয় দাসগুপ্ত	অনল চট্টোপাধ্যায়		STHV-24393
যদি শকুন্তলার পতি বরণ	কামাক্ষ্যা ঘোষ	নচিকেতা ঘোষ		45GE 25395
যদি হৃদয় না থাকত	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ভূপেন হাজারিকা		STHV-24393
যব সো যাতা হ্যায়			হিন্দি গান	SC 81
যাবার বেলায় দুটি গান	শ্যামল গুপ্ত	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
যাবে কি হে দিন আমার	বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	রাইচাঁদ বড়াল	স্বামীজী	GE 7561
যা রে শমন যা রে ফিরি	রামপ্রসাদ সেন	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
যে দিন রবে না মোর	শ্যামল গুপ্ত	অনিল বাগচী		S-SEDE 3145
যে রাতে বাসর জাগার	রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়	বিশু মুখোপাধ্যায়		CDNF-143121

BANGLADARSHAN.COM

যে হয় পাষাণের মেয়ে	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়		
যেন দেখা নাহি হয়		কমল দাশগুপ্ত		SC 68
রঙ্গিলা রঙ্গিলা	সুধীন দাসগুপ্ত	সুধীন দাসগুপ্ত		STHV-24393
রজনীগন্ধা কি জানি কেমন করে	প্রফুল্ল ভট্টাচার্য	নির্মল ভট্টাচার্য	শ্বশুর বাড়ী	GE 30266
রাঙা পায়ে রাঙিয়ে				
রাণী ধর ধর প্রাণনন্দিনী	শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
রাত হল নিঝুম	শৈলেন রায়	সুবল দাসগুপ্ত	শ্বশুর বাড়ী	GE 30266
রাধে ভুল করে তুই	শৈলেন রায়	সুবল দাসগুপ্ত	শহর থেকে দূরে	SC 52
রামকৃষ্ণ চরণ সরোজে	দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	প্রচলিত		EBI-0322-0118
রামধুন		নিতাই ঘটক	প্রার্থনা সঙ্গীত	GE 7224
রুমা ঝুমা ঝুম বাদল ঝরে	অনিল ভট্টাচার্য	নির্মল ভট্টাচার্য		STHV-842427
রূপবতী কন্যা গো		নিখিল চট্টোপাধ্যায়		
রূপসায়রের বুকে	বিমল ঘোষ	সলিল চৌধুরী	পাশের বাড়ী	TPHV 28106
লাজনত মুখে ঢুল ঢুল				DGM-CD-1
শঙ্কর পদতলে মগন রিপুদলে	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	PRM-017
শরত কমল মুখে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	অনিল বাগচী		TPHVS-842711
শিল্পী আমি আমায় তবু	শ্যামল গুপ্ত			
শিল্পী মনের বেদনা নিঙাড়ি	জহর মুখোপাধ্যায়	জহর মুখোপাধ্যায়		STHV-842427
শুধু মুখের কথাটি শুনে গেছ তুমি	প্রণব রায়	সুবল দাশগুপ্ত		SC 77
শুধু মালা দিয়ে চাইনি	প্রণব রায়	কমল দাশগুপ্ত		SC 50
শুনেছি মা লোকে বলে	যুগলকিশোর ঘোষ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani-7268
শূন্য ঘরে ফিরে এলাম	শ্যামল গুপ্ত	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়		STHV-24240
শোন গো শোন গো	সৌমেন মুখোপাধ্যায়	দেবু চট্টোপাধ্যায়		STHV-24240
শোন শোন কথাটি শোন	সৌমেন মুখোপাধ্যায়	দেবু চট্টোপাধ্যায়		GE 7849
শ্মশান ভালোবাসিস বলে	রামলাল দাসদত্ত	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		Gathani-04027
শ্যাম কৃষ্ণ মুরারী	আশা রায়	অজিত ঘোষ	ধন্য ধন্য লোকনাথ	
শ্যামা ধন সবাই কি পায়	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	অনিল বাগচী		STHV28006
শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি	রামপ্রসাদ সেন	অনিল বাগচী	মহাকবি গিরীশচন্দ্র	
শ্যামা মা কি আমার কালো রে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	চিত্ত রায়		
শ্যামা শ্যাম শিব রাম নাম	প্রাচীন	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		EBI-0322--118
শ্যামের নাগাল পেলাম না	প্রচলিত	রবীন চট্টোপাধ্যায়		

BANGLADARSHAN.COM

সঙ সেজে তুই আর কতকাল	সুনীল বরণ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	জয় মা তারা	
সব তীর্থের তীর্থ মাগো	যুগলকিশোর ঘোষ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
সবার কথা কইলে	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম		Gathani-167
সবুজ রূপে মায়ের হাসি			আমার দেশ	GE 7150
সহেলী গো তোরা বললি	সত্যবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		
সহেলী গো পন দিলাম	শান্তি ভট্টাচার্য	দেবেশ বাগচী		
সাজানো বাগান আমার	সুনীল বরণ			Gathani-167
সাবাস মা দক্ষিণা কালী	রামপ্রসাদ সেন	নিখিল চট্টোপাধ্যায়		
সার কোরোনা অসারমতি	রথীন ঘোষ	রথীন ঘোষ		Gathani-04007
সুজলাং সুফলাং	সত্যবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		S-SEDE 3097
সুরা পান করিনে আমি	রামপ্রসাদ সেন	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	সাধক রামপ্রসাদ	
সুরে ভরা মোর পৃথিবীতে	দিলীপ মুখোপাধ্যায়	বিশু মুখোপাধ্যায়		STHV 24240
সূর্যটা তখন ওঠেনি				Gathani-167
সে দিনের গান কেন	প্রণব রায়	সুবল দাশগুপ্ত শৈলেশ দত্তগুপ্ত		SC17 JNLXC-212
সেদিনের ভালোবাসা	অমিয় চট্টোপাধ্যায়	রতু মুখোপাধ্যায়		
স্মৃতির বাঁশরী আর ফিরে ফিরে	প্রণব রায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	চন্দ্রনাথ	TPHVS-842711
হরি বলে আমার গৌর নাচে	নরহরি	রবীন চট্টোপাধ্যায়	রামকৃষ্ণায়ণ	
হাতখানি শুধু রাখো মোর হাতে				গোপালদত্ত
হাতে নিয়ে মণিমালা	রামকৃষ্ণ চন্দ	অসিত বরণ		GE 7454
হারানো রাতের চাঁদ এলো ঐ				
হালকা হালকা হাওয়া	সুনীল বরণ	অনল চট্টোপাধ্যায়		45GE 25350
হায় ছলনা	দিলীপ সরকার	দিলীপ সরকার		STHV-842427
হায় রে গোলাপ হায়			আবু হোসেন	GE30258
হৃদয়ে মোর রক্ত ঝরে	শ্যামল গুপ্ত	প্রফুল্ল ভট্টাচার্য		GE 24741
হৃদি বৃন্দাবনে বাস	দাশরথী রায়	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		EBI-0322-0118
হে গিরি শোন ধরি দুটি পায়	যুগলকিশোর ঘোষ	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		TPHVS-842711
হে ঠাকুর তোমার বিচার	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য		EBI-0322-0118
হে প্রভু হে	মিল্টু ঘোষ	অজিত ঘোষ		DND-105
হে শিবশঙ্কর কর অনুমতি	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	অনিল বাগচী		S-SEDE 3097
হ্যায় শ্যামবিহারী নটনাগর			তুলসী ভজন	GE 24009

BANGODARSHAN.COM

গরজত ঘন সহঃ হেমন্ত		রথীন ঘোষ	বৃন্দাবন লীলা	

BANGODARSHAN.COM